স্বাধীন ত্রিপুরা

সেন্সাস রিপোর্ট

১৩১০ ত্রিপুরা (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ)

অসিত চন্দ্র চৌধুরী

Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

স্বাধীন ত্রিপুরা

সেন্সাস রিপোর্ট

১৩১০ ত্রিপুরা, (১৯০১ খৃষ্টাব্দ)

স্বাধীন ত্রিপুরা

সেন্সাস রিপোর্ট

১৩১০ ত্রিপুরা, (১৯০১ খৃষ্টাব্দ)

অসিতচন্দ্র চৌধুরী

TRIBAL RESEARCH & CULTURAL INSTITUTE
GOVERNMENT OF TRIPURA

Published by :
Tribal Research & Cultural Institute
Government of Tripura.

© Tribal Research & Cultural Institute
Government of Tripura

First edition : 1315 Tring, 30th Falgun
Second Edition : January, 1995
Third Edition : February, 2020

Cover Design : Shaabdachitra, Agartala

Type Setting : Shaabdachitra, Agartala

Printed by : Kalika Press Pvt. Ltd., Kolkata

:

ISBN : 978-93-86707-49-9

Price : ₹ 60/-

Foreword

Tribal Research & Cultural Institute, Government of Tripura has re--printed this old and rare book in the year 1995 as Maharajkumar Sahadev Bikram Kishore Debbarma handed over to this Institute for re-printing.

this Institute has taken decision to get the book re-printed once again due to sold out of its first re-print edition for the interest of the researchers, scholars & administrators immensely.

28.02.2020

Dated, Agartala
the 28th February, 2020

(D. Debbarma)
Director
Tribal Research & Cultural Institute
Govt. of Tripura

পুনঃসংস্করণের ভূমিকা

বর্ত্তমান কালে লোক গণনাকে সাধারণতঃ সেন্সাস বলিয়া অভিহিত হইলেও বহু শতাব্দী পূর্বে রোমক গণতন্ত্রে এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ আরও ব্যাপক ছিল বলিয়া জানা যায়। তাহাদের রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় 'সেন্সার' নামক একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কথা উল্লেখ আছে। এই সেন্সার নামধেয় কর্মচারীর করণীয় কর্ম ছিল রাজ্যের অধিবাসীগণের অবস্থা ও তাহাদের সংখ্যা এবং জনগণের আয়-ব্যয়ের তথ্যাবলি নিরূপণ করা। এই কার্যসমূহকে তাহারা সেন্সাস নামে অভিহিত করিতেন। তাহাদের এইসব কাজের মধ্যে লোক গণনাও অন্তর্ভুক্ত থাকায় বর্তমানে সেন্সাস শব্দটিকে সাধারণঃ লোকগণনা অর্থে পর্যবসিত হইয়া আসিতেছে। রাজকার্য্যে সুবিধার্থে প্রশাসনের জন্য রাজস্ব নির্ধারণ একটি অনস্বীকার্য্য বস্তু। সাধারণত প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রজাদের সম্পত্তির পরিমাণ ইত্যাদি নিরূপণ করিয়া কর ধার্য্য করা হইত।

য়ুরোপে সেন্সাস

মধ্যযুগে য়ুরোপে কোনও প্রকার সেন্সাস গ্রহণ করার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সর্বপ্রথম সুইডেন রাজ্যে সেন্সাস গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত হয়, এবং ক্রমে তাহা সমগ্র য়ুরোপে প্রসারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উন্নত ধরনের সেন্সাস গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতে সেন্সাস

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে জন্ম মৃত্যু সংখ্যা নির্ধারণ ও লোক গণনার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই উন্নত ধরনের সেন্সাস কার্যটি রাজ্য শাসনের এক বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত। এই উন্নত ধরনের রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন কৌটিল্য বা চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার অর্থশাস্ত্রে। তাঁহার আরেকটি নাম বিষ্ণুগুপ্ত। বিষ্ণুগুপ্তের বুদ্ধি ও কৌশলে তৎকালে উচ্ছৃঙ্খল ও মদগর্বি ভারত সম্রাট নন্দবংশের শেষ নরপতির রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে তিনি ভারত সম্রাটরূপে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাও ৩২১-২৯৬

খৃষ্ট-পূর্বের কথা। প্রাচীন ও প্রচলিত বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ভাষ্যাদি আলোচনা করিয়া বিষ্ণুগুপ্ত এই গ্রন্থে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে এই গ্রন্থটি এতই মূল্যবান ছিল যে সেলুকাসের রাষ্ট্রদূত ম্যাগাস্থানিস তাহার বিখ্যাত বিবরণীতে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে জন্ম মৃত্যুর বিবরণ কিভাবে পরিচালিত হইত তাহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Vincent Smith এর উক্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :-

The third Board was responsible for the systematic registration of births and deaths and we are expressly informed that the system of registration was enforced for information of the Government as well as for facility in levying the taxes. The taxation referred to probably was a polltax at the rate of so much a head annually. Nothing in the legislation of Chandra Gupta is so much astonishing to the observer familier with the tax method of ordinary oriental Governments than this registration of births and deaths. The spontaneous adoption of such a measure by and Indian Native state in modern times is unheard of, and it is impossible to imagine an old fashioned Raja feeling anxious that birth and deaths among both high and low might not be concealed. Even the Anglo-Indian administration with its complex Organisation and European nations of the Value of Statistical information, did not attempt the collection of vital statistics until very recent times, and always has experienced great difficulty in Seccring resonable accuracy in figures. [The Early History of India-by Vincent Smith.]

এইকালের সেন্সাসের নিয়মাবলির রক্ষাকল্পে সরকার কতখানি গুরুত্ব দিতেন তাহা তাহাদের শাস্তি বিধানের নমুনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

The Greek observations on the subject of vital statistics are illustrated by the regulations which require Nagaraka or Town Prefect to register every arrival in or departure from his jurisdiction. He was also bound to keep up a census statement giving in detail for each inhabitant the sex, caste, name, family name, occupation, income, expenditure and possessions in cattle.

Breaches of the fiscal regulations were punishable usually by fire or

confiscation, but the penalty for wilful false statement was the same as for theft foresumably mutilations.

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে লোক গণনা বিষয়ক নিয়মাবলি কিরূপ উন্নত ধরনের ও কঠোর ছিল তাহার প্রমাণ উপরোক্ত বিবরণ পাঠে জানা যায়।

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের লোক গণনা পদ্ধতি :

প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে লোক গণনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাহারই মাধ্যমে রাজকার্যের প্রয়োজনে কর ধার্যের প্রথা প্রবর্তিত হয়। সেকালে অর্থনৈতিক ও কৃষি কার্যে আদি প্রথা প্রচলিত থাকায় লোক গণনার প্রথাও যুগোপযোগী ভাবে করা হইত। লোকগণনার এই পুরাতন প্রথা ত্রিপুরার ঘর চুক্তি করের মাধ্যমে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই প্রথা সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য সেকালে নিয়মাদি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহাই পরবর্তীকালে সময়োপযোগী করার জন্য বিভিন্ন সময়ে এই নিয়মের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইয়াছে। এই প্রথার শেষ পরিবর্তন রাজগী ত্রিপুরায় ১৩২৯ ত্রিপুরাব্দে সংগঠিত হইতে দেখা যায়। ইহাকে ১৩২৯ ত্রিং (১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) এর ৪ নং আইন অর্থাৎ পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি সম্বন্ধীয় আইন নামে পরিচিত। এই আইন মহারাজা কর্তৃক ১১/১০/২৯ ত্রিপুরাব্দে স্বীকৃত হয়। সেই ধারার হেতু বাবদ বলা হইয়াছে যে "স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যস্থিত পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি কর অবধারণ ও আদায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সার্কুলার ও নিয়মাদি সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া নূতন বিধি প্রচলন করা আবশ্যক হওয়ায় এই আইন বিধিবদ্ধ করা হইল।" প্রথম অধ্যায়ের পরিভাষাতে লেখা আছে যে (৩) "ঘরচুক্তি কর সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে যে সকল নিয়ম ও সার্কুলার প্রচলিত আছে তাহা এই আইনের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলে এতদ্বারা রহিত গণ্য হইবে।"

অতএব ইহার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রাচীন প্রথার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছিল মাত্র। পরবর্তী ৪ নং ধারা আইনানুসারে কার্য্য পরিচালনায় সুবিধার নিমিত্ত "রাজমন্ত্রী ত্রিপুরা স্টেট গেজেট বিজ্ঞাপন প্রচার পূর্বক এই আইনের বিরোধী নহে এরূপ নিয়মাবলি ও প্রয়োজনীয় ফরম ইত্যাদি প্রচার, পরিবর্তন বা রহিত করিতে পারিবেন। এই ধারা মতে প্রচারিত নিয়মাবলি আইনের ন্যায় প্রবল গণ্য হইবে।"

এখন দেখা যাক কি প্রকারে লোকগণনা এই "ঘুরচুক্তি কর" দ্বারা সাধিত হইত। ঘর চুক্তি কর বলিতে—"শ্রীশ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুরের সম্বন্ধে

ত্রিপুরা রাজ্যস্থিত পার্বত্য প্রজাগণের অনুগত্য ও শ্রীশ্রীযুতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন স্বরূপ জুমকারী পার্বত্য প্রজাগণ জাতি ও সম্প্রদায় ভেদে শ্রেণীগত নির্দিষ্ট হারে খানা প্রতি যে কর আদায় করে তাহাকে "ঘর চুক্তি কর" বলে। এখানে আনা অর্থে "পার্বত্য প্রজাগণের একান্নভুক্ত প্রত্যেক স্বতন্ত্র পরিবারকে খানা বলা হয়।" ১২ নম্বর ধারায় লেখা আছে যে "খানা সুমারী সরকারের প্রাপ্ত ঘরচুক্তি করের পরিমাণ নির্ধারণার্থ পার্বত্য প্রজাগণের খানার সংখ্যা নির্ণয় করিয়া যে করের তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে খানা সুমারী বলে। এই খানাসুমারীর মাধ্যমে তৎকালে লোক গণনা করা হইত।

প্রাচীন কালে লোক গণনার জন্য যে কঠোর দণ্ডবিধি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রচলিত ছিল তাহা যেন এই ঘর চুক্তি করের অবহেলার দণ্ডবিধির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে দেখি। এই ঘর চুক্তি করের ৩৮ নং ধারায় আছে যে কোনও প্রজা পল্লী হইতে স্থানান্তরে চলিয়া টাওয়ার সংবাদ এবং কোন পল্লীতে নূতন প্রজা আগত হইলে তৎসংবাদ পাড়া চৌধুরী বা সর্দার নির্ধারিত সময় মধ্যে আপন এলাকার তহশীল কাছাড়িতে না জানাইলে তাহার ১০ (দশ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে ১৫ দিন পর্যন্ত বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইতে পারিবে।" এই দণ্ডবিধির ৪০ নং ধারায় নির্ধারিত অপরাধ সমূহের বিচার ফৌজদারী আদালতে অন্যান্য মোকদ্দমার নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইত। অতএব এই আইন আলোচনা করিলে প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরাতে লোকগণনার বিষয়ে নিয়মাদি প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। আর যেখানে সমতল ক্ষেত্রে লোকগণনার সুবিধা ছিল সেখানে কর গ্রহণের প্রাচীন প্রথা প্রবর্তিত ছিল। এই প্রাচীন প্রথাকে 'পুণ্যাহ' বলা হইত।

ভারতে ইম্পিরিয়াল সেন্সাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে ভারতে ইংরেজ শাসিক প্রদেশ সমূহে বিভিন্ন সময়ে সেন্সাস গ্রহণ করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। তৎকালে বিভিন্ন কারণ বশত এই সকল প্রচেষ্টা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় এই সকল প্রচেষ্টা গুলি ব্যর্থ হয়। এরপর সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথম ব্যাপকভাবে সেন্সাস গ্রহণ করা হয়। ইহাই প্রথম ইম্পিরিয়াল সেন্সাস নামে অভিহিত হয়।

দ্বিতীয় সেন্সাস গৃহীত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে পরবর্তী সেন্সাসগুলি আরও বিশুদ্ধ হইতে থাকে এবং সেই সেন্সাসের পর প্রতি দশ বছর অন্তর সমগ্র ভারতে সেন্সাস গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্সাস

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রথম ইম্পিরিয়াল সেন্সাস যাহা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংগঠিত হইয়াছিল সেই কালে বঙ্গদেশে জন সংখ্যা নির্ধারণ করার সময়ে এই রাজ্যেও প্রথম জনসংখ্যা নির্ধারিত হয়।

নিম্নে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার বিভিন্ন রিপোর্ট আলোচনাক্রমে প্রদত্ত হইল।

সন	মোট জন সংখ্যা	মোট বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৮৭২ (১২৮১ ত্রিং)	৩৫,২৬২	—	—
১৮৮১ (১২৯০ ত্রিং)	৯৫,৬৩৭	+৬০,৩৭৫	১৭.১%
১৮৯১ (১৩০০ ত্রিং)	১,৩৭,৪৪২	+৪১,৮০৫	৪৪%
১৯০১ (১৩১০ ত্রিং)	১,৭৩,৩২৫	+৩৫,৮৮০	২৬%

উপরে উল্লিখিত জনসংখ্যা যাহা দেখানো হইয়াছে তাহার প্রথম তিন সন অর্থাৎ ১৮৭২, ১৮৮১ এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসগুলির ফলাফল বিশুদ্ধ হয় নাই। সরকার পক্ষ ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যেহেতু তৎকালে অরণ্য ও পর্বত সংকুল স্থান সমূহের যাতায়াতের অসুবিধা থাকায় ও লেখাপড়া জানা গণনাকারীর অভাব এবং সেন্সাস সম্বন্ধে অজ্ঞাতবশতঃ এই সব কার্যাদিতে প্রচুর বাধা থাকায় আরম্ভ কাজ দোষ শূন্যভাবে করা সম্ভব হয় নাই। W. W. Hunter এর নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

"The general feeling among the people was strongly averse to the Census ; and in one village, Sonadia, the villagers absolutely refused to permit the enumeration--A Superintendent of Police who was in-charge of the Census operations, went to the spot, but when he attempted to begin the enumeration, a large party of the villagers assembled with sticks assulted the Supervisor and throw him into a tank."

এ রাজ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেন্সাস যাহা ১৮৮১ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হয়, প্রথমটিতে শতকরা ১৭১ জন বৃদ্ধি এবং পরেরটিতে শতকরা ৪৪ জন বৃদ্ধি

দেখানো হইয়াছে। অতএব এই দুই সেন্সাসের ফলাফলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে Mr. L. S. S. Omally লিখিয়াছেন :

"The first Census of the State was admittedly incomplete and that of 1881 was also probably inaccurate. So that the abnormal increase of 171 percent recorded and the very high rate of 44 percent returned in 1891 must be discounted. The first reliable Census was that of 1901 according to which the number of inhabitants was 26 percent more than ten years before."

ব্রিটিশ ভারতের সেন্সাসের আলোচনায় Hunter ও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"Census of 1872--A more exact Census was taken in January, 1872 by the authority of Government, and all the previous estimates were found to be much below the truth." (A Statistical Account of Bengal.)

ব্রিটিশ ভারতের মত অন্যান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্সাসের সময় অফিসারগণকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ ভারতের মত ত্রিপুরাবাসী প্রজাদের মনে সেন্সাস সম্বন্ধে ভয় ইত্যাদি থাকিলেও রাজ আজ্ঞায় অফিসারগণ রাজ্যের অজ্ঞ প্রজাবৃন্দকে সেন্সাসের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে বিজ্ঞাপিত করে। বিভিন্ন পত্রাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রজাবৃন্দের মনে নূতন কর স্থাপন এবং তাহাদের স্বার্থহানির কারণ সেন্সাসের উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহারা কোনও প্রকার আপত্তি করে নাই। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম ব্যাপকরূপে সেন্সাস গৃহীত হয়। ১৮৭২ সনে এবং তৎপূর্বে, সময়ে সময়ে বিশেষ আবশ্যকতা উপলক্ষে লোক গণনা অনুষ্ঠান হইলে ভারত গভর্নমেন্টের অনুরোধে ব্রিটিশ ভারতের লোক সংখ্যার সঙ্গে তখন কোন কোন দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যাও নির্ণীত হইয়াছিল। সেইভাবে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যাও নির্ধারিত হইয়াছে। ১৮৮১ সন অবধি প্রতি ১০ বৎসর অন্তর একবার সেন্সাস হইয়াছে। ওই প্রথানুসারে ১৯০১ সনে ভারত গভর্ণমেন্ট ব্রিটিশ ভারতের সেন্সাস গ্রহণ কার্য্যে প্রবৃত হন এবং দেশীয় রাজন্যবর্গকেও সমসাময়িকরূপে নিজ নিজ রাজ্যের সেন্সাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ (১৩০১ ত্রিং ১৭ই ফাল্গুন) এই রাজ্যেও সেন্সাস গৃহীত হইয়াছিল। এ রাজ্যের পক্ষে এ সেন্সাসই পূর্ব পর্ব সেন্সাসের তুলনায় ব্যাপকরূপে—বর্তমান প্রচলিত প্রণালীতে বিশুদ্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তৎকালে

এ রাজ্যের মত স্থানে বিশুদ্ধরূপে সেন্সাস গ্রহণ অতি কঠিন ব্যাপার ছিল। এস্থলে রাজ্যের প্রাকৃতিক অবস্থা অতি সংক্ষেপে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে।

ত্রিপুরা রাজ্য অতি প্রাচীন ইহা সর্ববাদী স্বীকৃত। এ রাজ্য বহু সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন বিপ্লব অতিক্রম করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এক সময়ে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম ও উত্তর, সুন্দরবনের পূর্ব এবং কামরূপের দক্ষিণ, এই সমগ্র ভূখণ্ড ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নানা কারণে এই রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ খর্ব হইয়া পড়িতে থাকে। বর্তমানে ইহার উত্তর সীমা শ্রীহট্ট জিলা, পশ্চিম সীমা শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জিলা, দক্ষিণ সীমা নোয়াখালি চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম, পূর্বসীমা লুসাইদেশ। রাজ্যের আয়তন ৪০৮৬ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই পর্বতময়। ছয়টি পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমান্তরালভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্বত শ্রেণীর মাঝে মাঝে মোটামুটি ১০/১২ মাইল প্রশস্ত স্থলভূমি যাহার অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ। এইসব পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলভূমির মধ্য দিয়া এক একটি নদী প্রবাহিত। তৎকালে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) এই সব পর্বত সমূহে ত্রিপুর, কুকি, হালাম, চাকমা, মগ প্রভৃতি পার্বত্য জাতির বাস। স্থলভূমিতে বিশেষত সীমানার উত্তর পশ্চিম দিকে মণিপুরিগণ ও দক্ষিণ দিকে বাঙালি প্রজাগণ বাস করে। রাজ্যের অধিকাংশ স্থানেই জনবসতি শূন্য নিরবিচ্ছিন্ন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচীন দলিলাদিতে দেখা যায় যে উপরি উক্ত সেন্সাস উপলক্ষে যে যে বিবরণ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে, সিডুল, বহিতে উল্লেখ ছিল, তদতিরিক্ত রূপে এ রাজ্যবাসী লোকদিগের সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা অসম্পূর্ণ থাকায় এখানে তাহা উল্লেখ করা হইল না. ভারত গভর্ণমেন্ট সেন্সাস কার্য্যের জন্য যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন ও যে সকল নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এ রাজ্যের সেন্সাস গ্রহণ সময়ে মূলতঃ ওই কার্য্যপ্রণালী এবং নিয়মাবলিরই অনুসরণ করা হইয়াছিল। কোনও কোনও স্থানে রাজ্যের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত কার্যপ্রণালী ও নিয়মাবলির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এস্থানে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করা হইল না।

বিভিন্ন রিপোর্ট পাঠে দেখা যায় যে, তৎকালে ত্রিপুরার এই সেন্সাসের সময় এই রাজ্যের জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ ফরম, সিডুল, স্লিপ ইত্যাদি বাংলার সেন্সাস সুপারিন্টেডেন্ট অফিস হইতে আনানো হইয়াছিল। এবং কয়েক প্রকার ফরম আগরতলায় ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৩১০ ত্রিং বা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসে

এ রাজ্যের লোকসংখ্যা ১,৭৩,৩২৫ নির্ণীত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে উপরোক্ত ১,৭৩,৩২৫ মধ্যে ১,২৯,৪৩১ জন এ রাজ্যবাসী প্রজা এবং ৪৩, ৮৯৪ জন লোক বিদেশী উপনিবেশিক লোক। অতএব ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসে প্রকৃত ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা ১,২৯,৪৩১ ধার্য্য হইয়াছিল। এই উপরোক্ত সেন্সাস কার্য্যের জন্য মোট ব্যয় ১৯২৬ টাকা হইয়াছিল দেখা যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মোটামুটি লোক সংখ্যা সম্বন্ধে পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে বাঙালির মধ্যে বেশিরভাগ মুসলমান এবং মণিপুরির লোকসংখ্যা ১৪৫০০ ছিল। পার্বত্যবাসীর সংখ্যা ২০ হাজার মাত্র। এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে যে পলিটিক্যাল এজেন্ট তাঁহার রিপোর্টে ১৮৭২ ইংরেজিতে আদিবাসী প্রজার সংখ্যা মাত্র ২০ হাজার দেখাইয়াছেন। এই সংখ্যাটি যাহারা ঘর চুক্তি কর হইতে রেহাই পাইয়া থাকে তাহাদিগকে বাদ দিয়া দেখানো হইয়াছে। এইভাবে ১৮৭৪ ইংরেজিতে স্বাধীন ত্রিপুরা আদিবাসী জনসংখ্যা ২২,৪৭৫ দেখানো হইয়াছে। প্রতিবারই যাহারা কর হইতে মুক্ত তাহাদিগকে বাদ দিয়া সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছিলেন উদাহরণ স্বরূপ তৎকালে দেখা যায় যে কখনও কখনও কুকিগণকে কোন প্রকার ঘর চুক্তি কর দিতে হয় নাই—এই জন্য যে তাহাদের সমরকালীন সৈনিক রূপে কাজ করিতে হইত।

“The assessment for the famili tax is made by tribes. The headman setling with Raja during the Durga puja festival. Each tribe is assessed at so much per famili and each famili pays the same, no matter what number of members it may contain (S A O Bengal).

এখানে আমরা দেখি যে এই ঘর চুক্তি কর দ্বারা আদিবাসী লোক গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে লোকসংখ্যা নির্ধারণ করার দ্বারা জনসংখ্যা সঠিক নির্ধারিত হয় নাই। তদুপরি এই কর আদায়ের যে প্রথা তৎকালে প্রবর্তিত ছিল তাহারা দ্বারা আদিবাসী জনসংখ্যা কম দেখানোর প্রবৃত্তি যেন বেশি দেখা যায়।

Hunter এর মতে “Non only does the actual collector exact his douceur, and have himself and his followers conveyed free of expense from village to village; but the whole party require to be fed and a percentage is levied by the peons (binindias). The fees paid under various prefences are said to amounts frequently to 50 percent on the tax as originally settled. (A statistical Account of Bengal)

এই অবান্তর খরচ না দেখানোর জন্য যথা সম্ভব লোকসংখ্যা কম দেখানোর

ঝোঁক প্রবল থাকা স্বাভাবিক। আরেকটি বিষয় এখানে সন্নিবেসিত হইলে আরও স্পষ্ট হইবে। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পলিটিক্যাল এজেন্ট লিখিয়াছেন :—

"Only twenty six Kuki families were assessed. All the rest being exempted."

অতএব ঘরচুক্তি কর দ্বারা লোকগণনাতে প্রকৃত আদিবাসী লোকসংখ্যা নির্ধারিত হয় না। এই রিপোর্টে আরও উল্লেখ আছে যে যাহারা খুব গরিব এবং অপরাগ অন্ধ, মহারোগ গ্রস্ত তাহাদেরও ঘরচুক্তি কর হইতে রেহাই দেওয়া হইত। তাই আদিবাসীদের সঠিক সংখ্যা এই সব কারণে সেন্সাস সমূহে পাইতে পারি না।

তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জন সংখ্যা ৩৪,৫০০ পাওয়া যায়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের বাৎসরিক রিপোর্টে তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট আদিবাসীদের সংখ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজধানীতে ১৩,১৭০ জন, কৈলাশহরে আদিবাসী লোকসংখ্যা ৯৩০৫। তাহাদের পূর্ণবয়স্ক—পুরুষ ২৮১৭, মহিলা ২৭৭৩ ও বালক ১৮৬৪ জন এবং বালিকার সংখ্যা ১৬৫১ দেখা যায়। অতএব তাহার মতে ত্রিপুরা অদিবাসী লোকসংখ্যা ২২,৪৭৫ জন এবং নিম্নভূমির লোক সংখ্যা সম্বন্ধে পলিটিক্যাল এজেন্ট এইটুকু জানান যে তাহাদের হিসাব মতে ৪৩৩৯ পরিবার আছে। সে যাহাই হউক লোক গণনা ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্ট অনুসারে ১৮৭৪-৭৫ বৎসরের লোকগণনার প্রচেষ্টাই সবচেয়ে ভালো বলিতে হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের ১৮৭৪-৭৫ সালের লোকসংখ্যা

HILL TRIBES Headquarters Sub-Division	Number of Families			No. of House	Total Population
	Taxed	Exempted from Tax	Total		
Kailashahar	5385	1915	7302		41829
Total Hill Population					5694
Population of the plains				4371	47523
Grand Total of the state					26719
					74242

নিম্নলিখিত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মীয় লোকদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :

পর্বতবাসী :

ত্রিপুরী	২৭,১৪৮	হিন্দু	৪,৩৩৯
জমাতিয়া	৩০০০	মুসলমান	১৪,২২৪
নোয়াতিয়া	২১৪৪	মণিপুরি হিন্দু	
রিয়াং	২৪৩৫	কিন্তু হিন্দু জাত নহে	৭,০৪৫
হালাম	৫৫৭৭	খ্রিস্টান	১১২
কুকি	২০৪১	ধর্মানুসারে যাদেরকে	
		পৃথক করা সম্ভব হয় নাই	৬,১৭৩
মোট জনসংখ্যা—	৪২,৩৪৫		৩১,৮৯৭

সর্বমোট জন সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪,২৪২ জন।

(A statistical Account of Bengal--W. W. Hunter.)

উপসংহার :

এই নিবন্ধে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সেন্সাস সমূহের বিবরণ এবং বিশেষ করিয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টের সম্পূর্ণ অংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন ত্রিপুরার নথিপুত্রে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এ রাজ্যের আনুমানিক জন্য সংখ্যা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নির্ধারিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসই এ রাজ্যর সর্বপ্রথম সঠিক সেন্সাস বলিয়া সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নরপতি মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে সেন্সাস গৃহীত হয় তৎসম্বন্ধে সেন্সাস অফিসার ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মন, এম. এ, হার্ভার্ড, সিনিয়র নায়েব দেওয়ান কর্তৃক প্রকাশিত সেন্সাস বিবরণীর ভূমিকা পাঠে একটু বিস্মৃত হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন "বর্তমান সেন্সাসের পূর্ববর্তী সেন্সাস সমূহের বিস্তারিত কোন বিবরণী লিখিত হয় নাই। এই সেন্সাস রিপোর্টকেই (১৯৩০ ইং) এ রাজ্যের সর্বপ্রথম সেন্সাস রিপোর্ট বলা যাইতে পারে।

এই রিপোর্টের ২য় খণ্ডে বর্তমান ও পূর্ববর্তী সেন্সাস সমূহের অঙ্কগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ও তৎপূর্ববর্তী সেন্সাসগুলির মুদ্রিত রিপোর্ট সমূহ বর্তমানকালে না থাকায় উক্ত সেন্সাস সমূহের সম্পূর্ণ অঙ্কগুলি ওই খণ্ডে

দেওয়ার সুবিধা হয় নাই। তবে যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান পূর্বক যে সকল অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

এই ভূমিকা পাঠে দেখা যায় যে ১৯৩০ সনের সেন্সাস লেখার সময় ১৯০১ সনের মুদ্রিত সেন্সাস রিপোর্টটি তিনি পান নাই। আমার সংগৃহীত কতিপয় প্রাচীন দলিলাদিতে ১৯০১ সনের মুদ্রিত রিপোর্টটি দৈবক্রমে আমি দেখিতে পাই এবং তাহা একটি মূল্যবান রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে ডাইরেক্টর, ট্রাইবেল রিসার্চ ইস্টিটিউট এর নিকট কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। ডাইরেক্টর মিঃ এস. সাইলো রিপোর্টটি দেখিয়া খুব উৎসাহিত হন এবং চিফ সেক্রেটারি শ্রী এম. দামোদরন এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে জানিতে পারিয়া ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে পুনঃ মুদ্রণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে এই সালের সেন্সাস রিপোর্টটির বিস্তৃত ভূমিকা প্রাপ্ত না হওয়ায় নূতন করিয়া ভূমিকা লেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং তাহাদের অনুরোধে এই প্রবন্ধে ভূমিকাটি সংযোজিত করা হইল। আমি শ্রীযুত এস. সাইলো, ডাইরেক্টর, ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে এই পুস্তিকাটি পুনঃপ্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং স্নেহভাজন শ্রী অরুণ দেববর্মা, রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট, ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করার জন্য তাহাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আগরতলা
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ইং।

শ্রী সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মন

মুখবন্ধ

গত ১৩১০ ত্রিপুরা (১৯০১ খৃঃ অঃ) সনে বৃটীশ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সেন্সাস গ্রহণ সময়ে এ রাজ্যের যে সেন্সাস গৃহীত হইয়াছিল তাহার বিবরণ তৎসংশ্লিষ্ট কাগজাদি আলোচনা করিয়া মোটামোটিরূপে লিপিবদ্ধ করতঃ রিপোর্টের আকারে ছাপাইয়া রাখিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী বাহাদুর অভিপ্রায় করিয়া গত শারদীয় অবকাশের সময় আমার প্রতি এই কার্য্যের ভার দেন। কিন্তু সেই অবকাশের মধ্যেই সরকারী অন্য বিশেষ কার্য্যে মোতায়ন হইয়া আমি স্থানান্তর যাইতে বাধ্য হই। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পৌষ মাসে এই কার্য্যে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কথিত সেন্সাস সংক্রান্ত সম্যক কাগজ আলোচনা এবং আবশ্যক স্থলে নিজে অনুস্থান করিয়া এই রিপোর্ট সঙ্কলন করিয়াছি। পাঁচ বৎসর পর এই রিপোরট সঙ্কলন করার দরুণ ইহাতে নানা বিষয়েই অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময় এই সমস্ত অসম্পূর্ণতা দূর করিবার উপায় নাই। এই রিপোর্ট অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা দ্বারা আপাততঃ শাসন কার্য্যের কতক সহায়তা হইতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে এ রাজ্যের সেন্সাস গ্রহণ উপলক্ষে ইহাকে ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহার করিয়া অনেক বিষয়ের তথ্য নিরূপণের সুবিধা হইবে। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রী বাহাদুর এই রিপোর্ট সঙ্কলনের অভিপ্রায় করেন এবং এই উদ্দেশ্যেই এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইল।

এই রিপোর্ট সঙ্কলন কার্য্যে কৈলাসহর বিভাগের বর্ত্তমান সেকেণ্ড অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র পালের অনুসন্ধান ও রিপোর্ট বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। তিনি স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং এই সেন্সাসের এঃ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট স্বরূপ যে সকল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন প্রধানতঃ তাহারই ফলস্বরূপ পার্ব্বত্য জাতিদিগের আচার ব্যবহারের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। তাঁহার নোটগুলি ব্যতীত রিপোর্টের এই অংশ এই আকারে লিপিবদ্ধ করার সুবিধা হইত না। ইতি—

সন ১৩১৫ ত্রিং ৩০শে ফাল্গুন।
রাজধানী আগরতলা।
মন্ত্রী অফিস।

শ্রীঅসিত চন্দ্র চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
পলিটিক্যাল, শিক্ষ প্রভৃতি বিভাগ।

প্রাথমিক কার্য্যানুষ্ঠান।

১১। এ রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা অশিক্ষিত। সেন্সাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রজাগণের মনে কোনরূপ অমূলক বিভীষিকা উপস্থিত না হইতে পারে, তদর্থে পূর্ব্বেই সেন্সাসের উদ্দেশ্য তাহাদের নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। নূতন কর স্থাপন কি প্রজাসাধারণের স্বার্থের হানি করণ সেন্সাসের উদ্দেশ্য নহে। অপিচ প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থই সেন্সাসের অনুষ্ঠান হইতেছে; এই বিষয় দারোগা ও নায়েব-দারোগাগণ গ্রামে গ্রামে ও পার্ব্বত্য পল্লিতে যাইয়া প্রজাসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আবশ্যকস্থলে বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ ইনস্পেক্টরগণও মফস্বলে যাইয়া প্রজাগণকে উক্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সেন্সাসের তারিখ :

১২। ১৩১০ ত্রিপুরার ৮ই ফাল্গুন প্রাথমিক গণনার জন্য এবং ১৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার, শেষ গণনার জন্য ধার্য্য হইয়াছিল। যে যে কারণে ভারত গর্ব্বমেন্ট এই দিনে সেন্সাস গ্রহণ করার জন্য স্থির করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতুহল জন্মিতে পারে। ১৮৯১ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহষ্পতিবার রাত্রিতে পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাস গৃহীত হয়। দশ বৎসর পরে ১৯০১ সনে ঐ তারিখে কিংবা তাহার অতি নিকটবর্ত্তী কোন তারিখে পুনঃ সেন্সাস গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। নিম্নলিখিত কারণে ভারত গবর্ণমেন্ট ১লা মার্চ্চ সেন্সাস গ্রহণের দিনাবধারণ করেন। সর্বত্রই সেই তারিখে সেন্সাস গৃহীত হয়।

(ক) ভারতবর্ষের লোকের অধিকাংশ নিরক্ষর অশিক্ষিত বলিয়া অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে পারিবারিক সিডুল বা তপছিল বহি পূরণ করিয়া সেন্সাস গ্রহণ করা যাইতে পারে না। শিক্ষিত সমাজে নির্দ্দিষ্ট দিনে সেন্সাস কর্ম্মচারী প্রতি বাড়ীতে পারিবারিক সিডুল ফরম দিয়া যায়, পরিবারের লোকেরা সেই ফরম রাত্রিতে পূরণ করিয়া রাখে, পর দিবস সেন্সাস সংক্রান্ত কর্মচারী ঐ সিডুলগুলি সংগ্রহ করিয়া নেয়। এই সমস্ত সিডুল হইতে আবশ্যকীয় বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। এদেশে গণনাকারিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে বাড়ী বাড়ী গিয়া সিডুল বহি পূরণ করিতে আরম্ভ করে এবং গণনার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে বাড়ী বাড়ী

গিয়া সমস্ত সিডুল পরতাল করিয়া লয়। তদুপলক্ষে আবশ্যকমতে সেই সিডুল বহি সংশোধন করিয়া নেয়। এজন্য ঃ—

(খ) শুক্লপক্ষের শেষ ভাগের রাত্রিই সেন্সাস গ্রহণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। প্রথম রাত্রিতে অনেকক্ষণ অবধি জ্যোৎস্না থাকে, তাহাতে গণনাকারীদের বাড়ী বাড়ী যাতায়াতের পক্ষে সুবিধা হয়। কিন্তু পর্ব্ব দিনে বা বিবাহাদির তারিখে আবার সেন্সাস গ্রহণের সুবিধা হয় না।

(গ) পূর্ণিমার রাত্রিতেও সর্ব্বত্র সেন্সাস গ্রহণের সুবিধা হয় না। অনেক স্থানের লোকেরা পূর্ণিমা উপলক্ষে তীর্থে গমন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ পূর্ণিমার ২/৩ দিন পূর্ব্বে তীর্থ যাত্রা করে, সুতরাং পূর্ণিমার ৩/৪ দিন পূর্ব্বেই সেন্সাস গ্রহণ করা সুবিধাজনক।

(ঘ) ৫ই মার্চ্চ—(২১শে ফাল্গুন) পূর্ণিমা ছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্ব্ব দিন ছিল। এ জন্যই ১লা মার্চ্চ তারিখে সেন্সাস গ্রহণ করা স্থির করা হইয়াছিল।

সেন্সাস এষ্টাব্লিশমেন্ট :

১৩। রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাধীনে সেন্সাসের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কার্পাস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ নন্দী সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডন্ট এবং স্কুল সুপারিন্টেণ্ডন্ট শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র পাল এসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহারা রাজস্ব বিভাগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৪। এ রাজ্যে তৎসময়ে সদর, সোনামুড়া, বিলনীয়া, কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর ও খোয়াই এই ছয়টী বিভাগে বা মহকুমায় বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক মহকুমার এক একটী চার্জ্জ স্বরূপ গণ্য হইয়াছিল এবং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সেন্সাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য রাজস্ব বিভাগের ও সেন্সাস সুপারিন্ডেণ্ডন্টের উপদেশ অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এলাকা বিভাগ :

১৫। উল্লিখিত ছয়টী চার্জ্জ মধ্যে যে চার্জ্জে যতটী থানা ও ফাঁড়ি ছিল, গণনা কার্য্যের সুবিধার জন্য উক্ত চার্জ্জকে ততটী সার্কেল বা কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছিল। থানা ও ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ অর্থাৎ দারোগা ও নায়েব দারোগাগণ নিজ নিজ এলাকার জন্য সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডেন্টর অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীকে দুইটী সার্কেলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সার্কেলের জন্য এক এক জন সুপারভাইজার নিযুক্ত হইয়াছিল।

১৬। প্রত্যেক একান্নভুক্ত পরিবার 'খানা' নামে অভিহিত হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ ঐরূপ ৫০ খানা দ্বারা এক একটি 'ব্লক' গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্লকের গণনা কার্য্যের নিমিত্ত একজন করিয়া ইনিউমারেটার বা গণনাকারী নিযুক্ত হইয়াছিল।

১৭। পার্ব্বত্য অঞ্চলে লোক বসতি ঘন নহে। সংখ্যার অল্পতা এবং এক পাড়া হইতে অন্য পাড়াতে যাতায়াতের অসুবিধার দরুণ সাধারণতঃ প্রত্যেক পার্ব্বত্য পল্লীকে এক একটী ব্লকে পরিণত করা হইয়াছিল। সমতল প্রদেশের গ্রাম সমূহ খানার সংখ্যানুসারে একাধিক ব্লকেও বিভক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কোন গ্রাম বা পার্ব্বত্য পাড়া যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তাহা একটি ব্লকরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

১৮। সাধারণতঃ পার্ব্বত্য পল্লী সমূহের 'চৌধুরী' ও সমতল ভূমিতে গ্রামের 'আড্ডাদারগণ' গণনাকারী নিযুক্ত হইয়াছিল। আবশ্যকস্থলে পাঠশালার শিক্ষক এবং থানার হেড কনষ্টেবল ও রাইটার কনেষ্টবল উক্ত গণনাকারিগণের সাহায্যার্থে মোতায়ন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আবশ্যকস্থলে বেতন দিয়াও ইনিউমারেটার এবং সুপারভাইজার নিয়োগ করা হইয়াছিল। স্থানীয় উকীলগণের মধ্যে অনেকে বেতন গ্রহণ না করিয়া ইনিউমারেটার এবং সুপারভাইজারের কাজ করিয়াছিলেন।

১৯। পশ্চাদুক্ত ষ্টেটমেন্টে সেন্সাস কর্ম্মচারীগণের বিবরণ লিপি করা হইল।

সরকারী কর্ম্মচারী-গণের শ্রেণীবিভাগ।		চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডন্ট	সুপারভাইজার	ইনিউমারেটার বা গণনাকারী।
সাব-ডিভিসনের কর্ম্মচারী	...	৬	০	২৫
পুলিশ সংক্রান্ত কর্ম্মচারী	...	০	৪৯	৭৪
শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারী	...	০	১	৩৭
রেজিষ্ট্রেশন কর্ম্মচারী	...	০	০	১
মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী	...	০	০	২

অন্যান্য কর্ম্মচারী	...	...	০	০	৫৫
সরকারী কর্মচারীগণের মোট সংখ্যা			**৬**	**৫০**	**১৯৪**
ঠাকুর বংশীয়	...	...	০	১	১৬
তালুকদার	...	...	০	০	৫০
উকীল	...	...	০	১৬	২৬
জমিদারের আমলা	...	...	০	০	৬
ইজারাদার	...	...	০	০	২
ব্যবসায়ী	...	...	০	০	২৫
গ্রামের আড্ডাদার বা চৌধুরী			০	০	৮৬৮
অন্যান্য	...	...	০	০	২২৫
বেসরকারী কর্মচারিগণের মোট সংখ্যা			**০**	**১৭**	**১,২১৮**
সর্ব্বমোট	...	০	৬	৬৭	১,৪১২

২০। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সেন্সাস কার্য্যে যে সকল ফরম ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি বাঙ্গালার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আফিস হইতে

[ক] ষ্টেটমেন্ট

	সুপারভাই-জারগণ প্রতি উপদেশ	উপদেশের জন্য আল্মা সিডুল	গণনা বহির কভার	সাধারণ সিডুল বহি	বিশেষ পারিবারিক সিডুল
ইংরেজী	০	০	০	০	৫
বাঙ্গালা	৬	১,৫০০	৩,০১৩	২৫,০০০	০

[খ] ষ্টেটমেন্ট

	নিযুক্তি পরোয়ানা		ব্লক লিষ্ট	নৌকার টিকেট	পথিকের টিকেট
	সুপারভাই-জারগণের	ইনিউমারে-টারগণের			
বাঙ্গালা	৫২	১,৫৬৭	১,৭৫৭	২,৩৭০	২,৫১০

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, এবং অবশিষ্ট ফরমগুলি এ সরকার হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পূর্বে প্রদত্ত 'ক' ষ্টেটমেন্টে প্রথম প্রকারের ফরম এবং 'খ' ষ্টেটমেন্টে দ্বিতীয় প্রকারের ফরমের বিবরণ প্রদর্শিত হইল।

সেন্সাস কার্য্য পরিচালন প্রণালী।

২১। সেন্সাস গ্রহণের কার্য্য পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী অনুষ্ঠানে বিভক্ত হইয়াছিল যথা ঃ—

ক) রাজ্যের সমতল প্রদেশের মৌজা সমূহের লিষ্ট সংগ্রহ।

খ) পার্ব্বত্য অঞ্চলের পাড়া সমূহের লিষ্ট সংগ্রহ।

গ) তত্ত্বাবধায়কগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ এলাকার খসড়া হাত নক্সা প্রস্তুত।

ঘ) সার্কেল ও ব্লক চিহ্নিত করা।

ঙ) খানার নম্বর দেওয়া।

চ) সার্কেল লিষ্ট প্রস্তুত।

ছ) চার্জ্জ লিষ্ট প্রস্তুত।

জ) প্রাথমিক গণনা।

ঝ) শেষ গণনা।

ঞ) শ্লিপ নকল করা—টেবুলেশন (Tabulation)।

২২। সমতল ভূমির মৌজা সমূহের লিষ্ট—তত্ত্বাবধায়কগণ হেড কনষ্টেবল, রাইটার কনষ্টেবল ও গ্রামের আড্ডাদারের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যে সকল মৌজার চাপ জরিপ হইয়াছিল, জরিপি কাগজের সহিত ঐক্য রাখিয়া ঐ সকল মৌজার নাম লিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল।

২৩। মৌজার লিষ্ট সংগ্রহ সময়ে মৌজাস্থিত খানার সংখ্যা অবধারণ করা হইয়াছিল। খানার সংখ্যা নির্দ্ধারণ কার্য্যে আড্ডাদার ও মাতব্বর প্রজাগণের সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল। আড্ডাকরের খানেসুমারীর লিখিত খানার সংখ্যার সহিত নির্দ্ধারিত সংখ্যা যাচাই করা হইয়াছিল। তত্ত্বাবধায়কগণ নির্দ্দিষ্ট ফরম পূর্ণ করিয়া চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যোগে অক্টোবর মাসের শেষ হইতে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট আফিসে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২৪। পার্ব্বত্য পাড়ার লিষ্ট—ঘরচুক্তি করের তলববাকী দৃষ্টে প্রস্তুত হইয়াছিল। পাড়ার চৌধুরিগণ ঐ কার্য্যে তত্ত্বাবধায়কগণের প্রধান সহায় ছিল।

২৫। মৌজা ও পাড়ার লিষ্ট প্রস্তুত ও খানার সংখ্যা নির্দ্ধারণ কার্য্যের উপর সমগ্র সেন্সাস কার্য্যের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। অতএব উক্ত কার্য্যে যাহাতে

যথাযথরূপে সম্পন্ন হয়, তৎপ্রতি তত্ত্বাবধায়ক ও চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

২৬। সার্কেল নক্সা, প্রস্তুত—তত্ত্বাবধায়কগণ নিজ নিজ এলাকার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং কোন কোন মৌজা বা পাড়া কোন্ দিকে পরস্পর কত দূরে অবস্থিত, তাহা নক্সায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

২৭। এ রাজ্যের অতি সামান্য অংশ জরিপ হইয়াছে। জরিপি কাগজ আলোচনা ভিন্ন কোন স্থানের বিশুদ্ধ নক্সা প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। ঐ কারণে ২৬ দফার লিখিত নক্সাগুলিতে বেদূরত্বাদি অনুমান অনুসারে অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐরূপ নক্সা দ্বারাই উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছিল।

২৮। সার্কেল ও ব্লক চিহ্নিত করণ—গণনা কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক চার্জ্জ, সার্কেল ও ব্লকে ক্রমিক নম্বর প্রদত্ত হইয়াছিল। সদর, বিলনীয়া, সোণামুড়া, কৈলাসহর, খোয়াই ও ধর্ম্মনগর যথাক্রমে ১।২।৩।৪।৫।৬ নং চার্জ্জরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রত্যেক চার্জ্জের অন্তর্গত সার্কেলগুলিকে এবং প্রত্যেক সার্কেলের অন্তর্গত ব্লকগুলিকেও তদ্রূপ ক্রমিক নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছিল।

২৯। খানার নম্বর দেওয়া—সার্কেল ও ব্লক পূর্ব্বোক্তরূপে চিহ্নিতদ হইলে পরগণনাকারিগণ প্রত্যেক ব্লকের খানায় আল্‌কাতরা বা গোময় দ্বারা একাদিক্রমে নম্বর দিয়াছিল। খানার নম্বর দেওয়ার নিয়মাবলী গণনাকারিগণের নামীয় পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিত ছিল।

৩০। সদর চার্জ্জের আগরতলা সার্কেলের এলাকার কোন কোন পার্ব্বত্য পল্লীর অধিবাসিগণ সেন্সাস কর্ম্মচারিগণকে প্রথমতঃ খানার নম্বর দিতে বাধা দিয়েছিল। ইহারা প্রথমতঃ সেন্সাস কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়াই ঐরূপ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে সেন্সাসের বিষয় বুঝাইয়া দিলে, পরে আর কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই।

৩১। সার্কেল লিষ্ট প্রস্তুত—গণনাকারিগণ খানায় নম্বর দেওয়ার কার্য্য শেষ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ এলাকার খানার তালিকা তত্ত্বাবধায়কগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। তত্ত্বাধায়কগণ ঐ তারিকা অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট ফরমে সার্কেল লিষ্ট বহির আকারে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং তাহার নকল চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৩২। চার্জ্জলিষ্ট প্রস্তুত---পূর্ব্বোক্ত সার্কেল লিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ তদনুসারে এক এক ফর্দ্দ চার্জ্জ লিষ্ট সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফিসে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৩৩। প্রাথমিক-গণনা—এই গণনাই সেন্সাসের প্রধানতম কার্য্য। শেষ গণনা প্রাথমিক গণনার পরতাল বা পরীক্ষামাত্র। জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে প্রাথমিক গণনার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। এই গণনাকার্য্য পরিচালন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী তফসিল (সিডুল) বহির সঙ্গেই গ্রথিত ছিল। এতদ্ব্যতীত জুম-কৃষক, বনকামলা, নৌকাযাত্রী, পথিক, হস্তিখেদার কর্ম্মচারী, জেইলের কয়েদি প্রভৃতির গণনা সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলী প্রচারিত হইয়াছিল।

৩৪। এই রাজ্য শিক্ষা সম্বন্ধে অনুন্নত। স্থানীয় অধিবাসীগণ দ্বারা প্রাথমিক গণনার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এই কার্য্যের জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শেষ গণনা পর্য্যন্ত ইহারা নিযুক্ত ছিল এবং ইহাদের বেতনাদি বাবদ মং ৭৯০৷৩ পাই ব্যয় হইয়াছিল।

৩৫। প্রাথমিক গণনা কার্য্যে তফসিল বহির 'জাতির' কলম পূর্ণ করার সম্বন্ধে কৈলাসহর অঞ্চলের 'হালুয়াদাস' উপাধিধারী ব্যক্তিগণ বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। সেন্সাস কর্ম্মচারিগণ দাসগণকে 'হালুয়াদাস' লিখিয়াছিল। দাসগণ তাহার প্রতিবাদ করয়িা তপছিল বহিতে তাহাদিগকে কায়স্থ লিখাইবার জন্য সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আফিসে প্রার্থনা করে। এতদ্ব্যতীত এ রাজ্যের কোন কোন স্থানের নমশূদ্রগণ তাহাদিককে 'নমঃ' বা নমঃদাস এবং যুগীগণ তাহাদিগকে 'দেবনাথ' লিখাইবার জন্য আপত্তি করিয়া ছিল। তাহাদের কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই।

৩৬। এ রাজ্যের মণিপুরী, ত্রিপুরা, কুকি, হালাম, চাকমা প্রভৃতি জাতি বহু সংখ্যক বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত। তৎসমস্তই তপসিল বহীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল। যথাস্থানে তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইল।

৩৭। শেষ গণনা—এ রাজ্যের সমতল প্রদেশের শেষ গণনা কার্য্য বৃটিশ রাজ্যের সহিত সমসাময়িকরূপে ১৭ই ফাল্গুন রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশ দুর্গম ও হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বলিয়া অধিক রাত্রিতে পার্ব্বত্য পাড়া সমূহে পরিভ্রমণ করা গণনাকারী ও তত্ত্বাবধায়কগণের পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য আশঙ্কাজনক রাত্রি ৮ ঘটিকার পরও গণনা কার্য্য চলিয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানেও এরূপে দিবাভাগে সেন্সাস গ্রহণ করা হইয়াছিল।

৩৮। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ১৭ই ফাল্গুন দুই প্রহরের পর যাহাতে কোন লোক সমতল স্থান হইতে পার্ব্বত্য অঞ্চলে কিংবা পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সমতল প্রদেশে গমনাগমন না করে, তৎসম্বন্ধে এ রাজ্যের সর্ব্বত্র যথারীতি ঢোলসহরত দ্বারা

জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট বাহাদুরও বৃটিশ সীমান্ত স্থানে তদনুরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

৩৯। প্রাথমিক গণনা কার্য্য ১০ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) তারিখের মধ্যে এবং শেষ গণনার কার্য্য ১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ) তারিখে সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত উভয় কার্য্য বিশুদ্ধরূপে সম্পাদন এবং কার্য্যান্তে কাগজ পরীক্ষা ও আবশ্যকীয় সংখ্যাদি সত্বরতার সহিত স্থির করিবার নিমিত্ত সদর ও মফস্বলের সর্ব্ববিধ আফিস, আদালত ও কার্য্যালয় সমূহের কর্ম্মচারীদিগকে এতৎসংক্রান্ত কার্য্যে মোতায়ন করা হইয়াছিল, এবং এতদুদ্দেশ্যে ৯ই ও ১০ই ফাল্গুন দুই দিবস এবং ১৬ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩ দিবসের তরে যাবতীয় আফিস, আদালত ও কার্য্যালয় সমূহ বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে জনসংখ্যা গণনা সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ মোতায়ন করিয়াছিলেন, এবং সদর বিভাগের প্রত্যেক আফিসের ও আদালতের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ আপন আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সদর কালেক্টারের আদেশানুসারে সেন্সাস সংশ্লিষ্ট কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন।

৪০। শ্লিপ নকল ও টেবুলেসন—শ্লিপ নকল কার্য্য শেষ হইয়া কোন কোন বিষয়ের টেবুলেসন হইলে পর গবর্ণমেন্টের অনুরোধে শ্লিপ সমূহ ঢাকা সেন্সাস আফিসে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তথাকার সেন্সাস কর্ম্মচারীগণের সাহায্যার্থে এ রাজ্যের কয়েক জন সেন্সাস সংক্রান্ত কার্য্যকারককেও তথায় পাঠান হইয়াছিল। ঢাকা সেন্সাস আফিসে টেবুলেসন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া ছিল।

৪১। পশ্চাদুক্ত ১১টী ষ্টেটমেন্টে প্রধান প্রধান কতকটী বিষয়ের টেবুলেসনের ফল প্রদত্ত হইল ঃ—

১। রাজ্যের বিস্তৃতি, মোট খানা ও জনসংখ্যা :

১। বিস্তৃতি	...	...	৪,০৮৬ বর্গমাইল
২। নগর ও গ্রাম সংখ্যা		...	১,৪৬৪
নগর	...	...	১
গ্রাম	...	...	১,৪৬৩
৩। খানা সংখ্যা	...	...	৩০,৬৭৮
নগরে	...	...	২,০১৩
গ্রামে	...	...	২৮,৬৬৫

৪। জনসংখ্যা	...	...	১,৭৩,৩২৫
নগরে	...	...	৯,৫১৩
গ্রামে	...	...	১,৬৩,৮১২
(ক) পুরুষ	...	...	৯২,৪৯৫
নগরে	...	...	৫,৮৪৭
গ্রামে	...	...	৮৬,৬৪৮
(খ) স্ত্রী	...	...	৮০,৮৩০
নগরে	...	...	৩,৬৬৬
গ্রামে	...	...	৭৭,১৬৪

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি

মোট লোক সংখ্যা ৯৫১৩ পুরুষ ৫,৮৪৭ স্ত্রী ৩,৬৬৬	হিন্দু	৬,৪২৫	পুরুষ ৪,০১৫ স্ত্রী ২,৪১০
	মুসলমান	২,৯৫৯	পুরুষ ১,৭৬০ স্ত্রী ১,১৯৯
	খ্রীষ্টান	১২৬	পুরুষ ৬৯ স্ত্রী ৫৭
	বৌদ্ধ	২	পুরুষ ২ স্ত্রী ০
	ব্রাহ্ম	১	পুরুষ ১ স্ত্রী ০

২। পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্‌সাস (লোক গণনার) সহ বর্ত্তমান সেন্‌সাসের লোকসংখ্যা তুলনা।

(ক) ভিন্ন ভিন্ন সেন্সাসে মোট জনসংখ্যা

১৯০১ সনের (১৩১০ ত্রিপুরা) সেন্‌সাসে —	১,৭৩,৩২৫
১৮৯১ সনের (১৩০০ ত্রিপুরা) সেন্সাসে —	১,৩৭,৪৪২
১৮৮১ সনের (১২৯০ ত্রিপুরা) সেন্সাসে —	৯৫,৬৩৭
১৮৭২ সনের (১২৮১ ত্রিপুরা) সেন্সাসে —	৩৫,২৬২

(খ) পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসের লোকসংখ্যা সহ তুলনা

১৮৯১-১৯০১ সনের তুলনায় — —	৩৫,৮৮৩	বৃদ্ধি
১৮৮১-১৮৯১ সনের তুলনায় — —	৪১,৮০৫	বৃদ্ধি
১৮৭২-১৮৮১ সনের তুলনায় — —	৬০,৩৭৫	বৃদ্ধি
১৮৭২-১৯০১ সনের তুলনায় — —	১,৩৮,০৬৩	মোট বৃদ্ধি

(গ) পুরুষ ও স্ত্রী সংখ্যার তুলনা

সেন্সাসের বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী
১৯০১ — —	৯২,৪৯৫	৮০,৮৩০
১৮৯১ — —	৭১,৫৯৬	৬৫,৮৪৬
১৮৮১ — —	৫১,৪৫৮	৪৪,১৭৯
১৮৭২ — —	১৮,২৬২	১৭,০০০

৩। বিভাগ সমূহের লোকসংখ্যা (১৩১০ ত্রিং) :

বিভাগের নাম	বসতি যুক্ত গ্রাম সংখ্যা	বসতিযুক্ত খানা সংখ্যা	লোকসংখ্যা
১। সদর		১২,০৩১	
আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	১	৯,৫১৩	
সদর বিভাগ (মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত)	৬৬৩ ৬৬২	৫৬,১০২	৬৫,৬১৫
২। সোনামুড়া (উদয়পুর সহ) *	১৪৬	৬,৬০৬	৩৯,২২৯
৩। বিলোনিয়া	২০১	৪,২৬০	২৭,৩৪৩
৪। কৈলাসহর	১৭২	৩,৯৯০	২০,৬৭৩
৫। ধর্ম্মনগর	৮১	১,৯৯৩	১০,১৭০
৬। খোয়াই	২০১	১,৭৯৮	১০,২৯৫
	মোট ১,৪৬৪	৩০,৬৭৮	১,৭৩,৩২৫

* সেন্সাস গ্রহণ সময় বর্ত্তমান উদয়পুর বিভাগ সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

৪। বিভাগ সমূহের জাতিভেদে লোকসংখ্যা :

বিভাগের নাম	জনসংখ্যা			হিন্দু			মুসলমান		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
সদর বিভাগ	৬৫৬১৫	৩৪৮৭০	৩০৭৪২	৪৫০৪২	২৩৮৫৩	২১১৮৯	২০৪৩৪	১০৯৩৯	৯৪৯৫
সোনামুড়া বিভাগ (উদয়পুর সহ)	৩৯২২৯	২১০০৩	১৮২২৬	২৪৬৪০	১২৯৭৫	১১৬৬৫	১০০১১	৫৫৬৩	৪৪৪৮
বিলোনীয়া বিভাগ	২৭৩৪৩	১৪৫৯৭	১২৭৪৬	২০০২৭	১০৬০২	৯৪২৫	৫৫৬৫	৩০৮২	২৪৮৩
কৈলাসহর বিভাগ	২০৬৭৩	১১০৪৪	৯৬৩২	১২৭৩৩	৬৮৬৯	৫৮৬৪	৫৭০৩	৩০৭৬	২৬২৭
ধর্ম্মনগর বিভাগ	১০১৭০	৫৫০৬	৪৬৬৪	৭১০২	৩৩৪৪	৩২৯৮	৩০৬৮	১৭০২	১৩৬৬
খোয়াই বিভাগ	১০২৯৫	৫৪৭৫	৪৮২০	৯০৪৮	৫০৪৪	৪৬০৪	৫৪২	৩৭২	১৭০
সর্ব্বমোট	১৭৩৩২৫	৯২৪৯৫	৮০৮৩০	১১৯১৯২	৬৩১৪৭	৫৬০৪৫	৪৫৩২৩	২৪৭৩৪	২০৫৮৯

বিভাগের নাম	বৌদ্ধ			খ্রীষ্টান			এনিমিষ্ট			মন্তব্য
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	
সদর বিভাগ	২	২	০	১৩৬	৭৫	৬১	০	০	০	ব্রাহ্ম ১ পুরুষ
সোনামুড়া বিভাগ (উদয়পুর সহ)	৪২৫০	২২৮৭	১৯৬৩	১	১	০	৩২৭	১১৭	১৫০	সেন্সাস গ্রহণ সময়ে বর্তমান উদয়পুর বিভাগ সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত ছিল।
বিলোনীয়া বিভাগ	১৭৪৭	৯৯১	৮৩৬	০	০	০	৪	২	২	
কৈলাসহর বিভাগ	০	০	০	০	০	০	২২৩৭	১০৯৯	১১৩৮	
ধর্ম্মনগর বিভাগ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
খোয়াই বিভাগ	০	০	০	০	০	০	১০৫	৫৯	৪৬	
সর্ব্বমোট	৫৯৯৯	৩২৮০	২৭৯৯	১৩৭	৭৬	৬১	২৬৭৩	১৩৩৭	১৩৩৬	

৫। জনসংখ্যার জাতি ভেদে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক কি বিধবা :

জাতি	জনসংখ্যা			বিবাহিত			অবিবাহিত			বিপত্নীক কি বিধবা			মন্তব্য
	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	
হিন্দু	১১৯১৯২	৬৩১৪৭	৫৬০৪৫	৫১৬৫৪	২৭৩২২	২৪৩৩২	৫৮৪৪৩	৩৩০৯০	২৫৩৫৩	৯০৯৫	২৭৩৫	৬৩৬০	
মুসলমান	৪৫৩২৩	২৪৭৩৪	২০৫৮৯	২১৩৯৮	১১৭৯৭	৯৬০১	২০১৭৬	১২৩০৯	৭৮৬৭	৩৭৪৯	৬২৮	৩১২১	
বৌদ্ধ	৫৯৯৯	৩২০০	২৭৯৯	২৫৯৩	১৩০৯	১২৮৪	৩১৩৫	১৭৭১	১৩৬৪	২৭১	১২০	১৫১	
খ্রীষ্টান	১৩৭	৭৬	৬১	৪৯	২৬	২৩	৬৬	৪২	২৪	২২	৮	১৪	
এনিমিষ্ট	২৬৭৩	১৩৩৭	১৩৩৬	১০৮৯	৫৫২	৫৩৭	১৩৩৮	৭২৩	৬১৫	২৪৬	৬২	১৮৪	
ব্রাহ্মণ	১	১	০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	
	১৭৩৩২৫	৯২৪৯৫	৮০৮৩০	৭৬৭৮৪	৪১০০৭	৩৫৭৭৭	৮৩১৫৮	৪৭৯৩৫	৩৫২২৩	১৩৩৮৩	৩৫৫৩	৯৮৩০	

৬। শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্টেটমেন্ট :

রাজ্যের জনসংখ্যা			ইংরেজি জানে			যে ভাষা জানে												মন্তব্য
						বাঙ্গালা			হিন্দি			উড়িয়া			অন্যান্য			
মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	পার্বত্য জাতিদের যত জন লিখা পড়া জানে। চাকমা-১০, কুকি-৪, ত্রিপুরা-১০৭, মগ-১৩৭
১৭৩৩২৫	৯২৪৯৫	৮০৮৩০	৩২৪	৩১৯	৫	৩৫১১	৩৩৭৮	১৩৩	১১১	১১০	১	১৫	১৫	০	৩১৩	৩০৪	৯	
হিন্দু ১১৯১৯২	৬৩১৪৭	৫৬০৪৫	২৯১	২৮৬	৫	২৫০৩	২৪০৩	১০০	৭৩	৭২	১	১৫	১৫	০	৬৪	৬২	২	
মুসলমান ৪৫৩২৩	২৪৭৩৪	২০৫৮৯	৩১	৩১	০	৯৯০	৯৬১	২৯	৩৮	৩৮	০	০	০	০	১০৮	১০৮	০	
বৌদ্ধ ৫৯৯৯	৩২০০	২৭৯৯	০	০	০	১০	৮	২	০	০	০	০	০	০	১৩৪	১২৯	৫	
খ্রীষ্টান ১৩৭	৭৬	৬১	২	২	০	২	২	০	০	০	০	০	০	০	২	২	০	
এনিমিষ্ট ২৬৭৩	১৩৩৭	১৩৩৬	০	০	০	৬	৪	২	০	০	০	০	০	০	৫	৩	২	

৭। কতকগুলি বিশেষ জাতি বা শ্রেণীর লোকসংখ্যা :

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
১। ব্রাহ্মণ	৬৭৮	৪৮৩	১৯৫
২। কায়স্থ	১,৭০৪	১,২৫৩	৪৫১
৩। বৈদ্য	২২৩	১৪৮	৭৫
৪। শূদ্র	১,০০৩	৭২৫	২৭৮
৫। নাপিত	৩৫৩	২৩৪	১১৯
৬। ধোপা	২৮১	১৭২	১০৯
৭। মালী	৪০৪	১৮০	২২৪
৮। চামার	১৭৮	১১৫	৬৩
৯। যুগী	২,০১৪	১,১৮৮	৮২৬
১০। কৈবর্ত্ত	৭৪৬	৪০২	৩৪৪
১১। বারই	৬৯০	৩৬৪	৩২৬
১২। কুমার	১০৯	৭২	৩৭
১৩। সুতার	৭৩	৫৮	১৫
১৪। কামার	৪৫৮	২৩৭	২২১
১৫। দৈবজ্ঞ	৪৯	৩৯	১০
১৬। নমশূদ্র	৩,৫০৮	১,৮৩৮	১,৬৭০
১৭। পাটনি	৭০৩	৩৯০	৩১৩
১৮। বাদিয়া	৫৬	২৯	২৭
১৯। বেশ্যা	৫	০	৫
২০। চাকমা	৪,৫১০	২,৪৩২	২,০৭৮
* ২১। ত্রিপুরা	৭৫,৭৮১	৩৮,৮৮৭	৩৬,৮৯৪
২২। কুকি	৭,৫৪৭	৩,৭৭৭	৩,৭৭০
২৩। হালাম	২,২১৫	১,০৯০	১,১২৫
২৪। লুসাই	১৩৫	৬২	৭৩
২৫। মগ	১,৪৯১	৭৭১	৭২০
২৬। মণিপুরি	১২,৮৫১	৬,৭৬৫	৬,০৯৬
২৭। মণিপুরি মুসলমান	৪০৫	১৯৫	২১০

* স্বাধীন ত্রিপুরা ব্যতীত কেবল নিম্নলিখিত স্থানে ত্রিপুরা জাতীয় লোক আছে, তাহারাও ত্রিপুরেশ্বরকেই তাহাদের রাজা বলিয়া মনে করে।

	পুরুষ	স্ত্রী
১। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১২,৪৫২	১০,৮৮৯
২। চট্টগ্রাম	৬৯৭	৫৯৫
৩। নোয়াখালি	৩	০
৪। ব্রিটিশ ত্রিপুরা	—	—

৮। কতকগুলি প্রধান ব্যবসা ভেদে লোকসংখ্যা : (পরিজন সহ)

			পরিজন
১।	রাজ কার্য্য (সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারক)	৬৯৯	৫০১
২।	ভূম্যাধিকারী	৬৩১	২,১০৩
৩।	চাষি প্রজা	৩০,১০২	৪৪,৭৯৭
৪।	চাষ কার্য্যের মজুর	৪১১	১৫১
৫।	জুমিয়া প্রজা	৪৬,০২৭ *	৩৪,২৪৮
৬।	সাংসারিক কার্য্যের চাকর (Domestic Servants)	৭০৩	৬৮৫
৭।	হোটেলওয়ালা	৬	১
৮।	মেথর ঝাড়ুওয়ালা	৫৩	২৯
৯।	দধি, দুগ্ধ, মাছ, ঘৃত বিক্রেতা	২৫৯	১২০
১০।	রুটীওয়ালা, ডাইলওয়ালা, কলু, হাওলাই	৩২১	২১৯
১১।	পান, সুপারী, মসল্লা, বানিয়াতি জিনিস, তামাক, মাদক দ্রব্য (মদ গয়রহ) বিক্রেতা	২০৯	৯২
১২।	লাকড়ি ইত্যাদি	১৯১	২২৯
১৩।	সুতার কাপড় তৈয়ার, সুতা কাটা গং	২,৩৩৮	১০৪
১৪।	লৌহার কাজ	১২১	১৩
১৫।	মাটীর জিনিস প্রস্তুত ও বিক্রী	৭৭	৪৬
১৬।	সুতারের কাজ	৩২	১

* এই সংখ্যার মধ্যে ৯,২৬০ জন হাল চাষ করিয়াও কৃষি করে।

	পুরুষ	স্ত্রী
১৭। কাঠ ও বাঁশের ব্যাপারী	১১২	৮৯
১৮। জুতা প্রস্তুতকারক	৬৩	১০৪
১৯। যাজনিক ও গুরুতা	২৮৩	২৮৪
২০। চিকিৎসা ব্যবসায়ী	৮১	৬৬
২১। সাধারণ মজুরী	১,০৫৪	৭২৩
২২। বেশ্যা বৃত্তি	৫	১
২৩। ভিক্ষা বৃত্তি	৫০৯	১৯৪

৯। জুমিয়া প্রজার অন্যান্য বিশেষ ব্যবসা :

	পুরুষ	স্ত্রী
১। চৌকিদার	৫	—
২। মজুরি	৬১৬	৪০৪
৩। মৎস্য বিক্রি	৩০	৭
৪। কাপড় ধোলাই	৩	—
৫। দোকানদারি	৪,০১৮	৬৭৭
৬। কাপড় বুনন	৩০	১,৯৩১
৭। কাঠের কাজ	৭১	—
৮। মহাজনি	৪	—

১০। কুকিদিগের মধ্যে জুম ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ ব্যবসা :

রাজকার্য্য	৩
চাকরি	৪
পোশাক তৈয়ার	২
মাটির জিনিস তৈয়ার	৮

১১। ব্যধিগ্রস্তের স্টেটমেন্ট :

ব্যাধির বিবরণ	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মন্তব্য
উন্মাদ	৮৫	৫৪	৩১	
কালা-বোবা	৭৯	৪৪	৩৫	
অন্ধ	৮৪	৩৭	৪৭	
কুষ্ঠরোগী	৪৫	৩৪	১১	

রাজ্যের অধিবাসিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

৪২। এ রাজ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েক জাতীয় লোক বাস করিতেছে। যথা—বাঙ্গালী হিন্দু, বাঙ্গালী মুসলমান, রাজপুত বা ক্ষত্রিয়, ত্রিপুরা, মণিপুরী, চাকমা, মগ, হালাম এবং কুকী। এতদ্ব্যতীত এক শ্রেণীর খ্রীষ্টানও আছে।

বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান :

৪৩। বাঙ্গালীগণ প্রধানতঃ সমতল প্রদেশে বাস করে। ইহাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্প। স্থায়ী অধিবাসী ব্যতীত, চাকরী ও ব্যবসায় উপলক্ষে অস্থায়ী ভাবেও অনেক বাঙ্গালী এ রাজ্যে বাস করিতেছে। নিম্ন প্রদত্ত তালিকায় কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের লোক সংখ্যা প্রদর্শিত হইল ঃ—

বাঙ্গালী হিন্দু :

শ্রেণী	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
ব্রাহ্মণ	৪৮৩	১৯৫	৬৭৮
বৈদ্য	১৪৮	৭৫	২২৩
কায়স্থ	১,২৫৩	৪৫১	১,৭০৪
শূদ্র	৭২৫	২৭৮	১,০০৩
বারই	৩৬৪	৩২৬	৬৯০
তেলী	৪১০	২৬৭	৬৭৭
কামার	২৩৭	২২১	৪৫৮
নাপিত	২৩৪	১১৯	৩৫৩
যুগী	১,১৮৮	৮২৬	২,০১৪
কাপালী	৮৭৮	৮৭৭	১,৭৫৫
নমশূদ্র	১,৮৩৮	১,৬৭০	৩,৫০৮
কৈবর্ত্ত	৪০২	৩৪৪	৭৪৬
পাটনী	৩৯০	৩১৩	৭০৩
সাহা	২৭১	৮	২৭৯
ধোপা	১৭২	১০৯	২৮১

বাঙ্গালী মুসলমান :

শ্রেণী	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
কাজী	২৩	১১	৩৪

মোগল	১৫	১৫	৩০
সৈয়দ	৫৮	৪০	৯৮
পাঠান	১৬	১৩	২৯
সেখ	২৪,১৮৮	২০,২৩৮	৪৪,৪২৬

খৃষ্টান :

৪৪। এ রাজ্যে খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা ১২৬। ইহারা সদর বিভাগের অন্তর্গত মেরিয়ামনগর নামক গ্রামে বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ কৃষি ব্যবসায়ী, কেহ কেহ সৈনিক বিভাগেও কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা মূলতঃ পর্ত্তুগিজ জাতীয়। সৈনিক বিভাগে কার্য্য করণোপলক্ষে ইহারা প্রথম এ রাজ্যে আগমন করিয়াছিল।

ক্ষত্রিয় বার ঘর ঠাকুর :

৪৫। এ রাজ্যের রাজপরিবার এবং ঠাকুরলোক ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। ইহাদের সংখ্যা ১,২৫৬; তন্মধ্যে পুরুষ ৬২৫ এবং স্ত্রী ৬৩১ জন। রাজমালাতে কথিত হইয়াছে, চন্দ্র বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ যযাতির পুত্র দ্রুহ্য হইতে ত্রিপুর রাজবংশের উৎপত্তি। এই বংশের খ্যাতনামা মহারাজ ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহারাই বার ঘর ঠাকুরের আদি পুরুষ।

ত্রিলোচন ঘরে বার পুত্থু উপজিল।
বার ঘর ত্রিপুর তার খ্যাতি হইল।।
রাজমালা।

কালক্রমে বার ঘর ঠাকুর বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রমোন্নতি দ্বারা অধুনা অনেক অপর বংশীয় লোকও ঠাকুর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

৪৬। ঠাকুরলোকগণ রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয়। ইঁহারা আবহমানকাল হইতে সর্ব্ব বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষা ও সভ্যতায় ইঁহারা উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালিগণের সমকক্ষ। কবিতা, সঙ্গীত এবং চিত্র প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যায়ও ইঁহাদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ইঁহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার ও বিবাহ প্রণালী সর্ব্বতোভাবে ক্ষত্রিয়োচিত।

ত্রিপুরা :

৪৭। ত্রিপুরাগণ এ রাজ্যের আদিম অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে পুরাণ ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া এবং রিয়াং নামক পাঁচটী সম্প্রদায় বা শ্রেণী

আছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহ এবং আহারাদি প্রচলিত নাই, কিন্তু এরূপ আহারের দ্বারা কাহারও জাতিনাশ হয় না। স্ব স্ব সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহ আদি সম্বন্ধ করাই সকলে শ্রেয়ঃ মনে করে। পুরাণ ত্রিপুরা ও দেশী ত্রিপুরার পরে জমাতিয়ার স্থান, তাহার পর নোয়াতিয়া এবং রিয়াং। পুরাণ ত্রিপুরা জমাতিয়া, নোয়াতিয়া কিম্বা রিয়াং সম্প্রদায়ে বিবাহ করিলে নিন্দনীয় হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৃথক পৃথকরূপে ক্রমশঃ বিবৃত হইল।

পুরাণ ত্রিপুরা

৪৮। পুরাণ ত্রিপুরা—মোট সংখ্যা ৩৮,৩০৮; পুরুষ ১৯,৪৮১, স্ত্রী ১৮,৮২৭। ইহারা নিম্নলিখিত দ্বাদশটী হদা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা—বাছাল, সিউক, কুয়াই তুইয়া, দুইসিং বা দৈত্যসিং, হুজরীয়া, ছিলটিয়া, আপাইয়া, ছকক্‌তুইয়া বা ছত্রতুইয়া, দেওরাই বা ঘালিম, সুবে নারাণ, সেনা এবং জুলাই। প্রত্যেক হদার লোকদিগকে রাজসরকারে কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। ইহারা তজ্জন্য কোন পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয় না, এবং ইহারা সরকারে ঘরচুক্তি খাজানা দেয় না। প্রত্যেক হদার কর্ত্তব্য কার্য্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বাছাল—কথিত আছে বাছালগণ ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি ছিল। চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বাছালগণকে পরাজয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বাছালগণ সুবার অধীনে হস্তী খেদার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। অধুনা ইহাদের প্রতি পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী কার্য্যভার অর্পিত আছে ঃ—

(ক) রাজদরবারে অথবা মহারাজ মিছিলসহ কোন স্থানে শুভগমন করিলে বাছালগণকে রৌপ্য নির্ম্মিত 'পান' ও 'পাঞ্জা' বহন করিতে হয়। 'পান' ও 'পাঞ্জা' রাজকীয় সুলতানতের অঙ্গ।

(খ) রাজপরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে বাছালগণ মৃত দেহ শ্মশান স্থানে বহন এবং সৎকারে ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

(গ) রাজবাড়ীতে পার্ব্বত্য প্রণালীতে কোন পূজা হইলে ইহারা বংশ গুচ্ছে দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে এবং পূজার মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে পূজায় জলও যোগাইতে হয়।

(ঘ) রাজপরিবারে কাহারও বিবাহ হইলে বাছালগণ বিবাহ বেদির চতুষ্পার্শে শাখা ও পত্রাদি সংযুক্ত বংশ প্রোথিত করিয়া দেয়।

(ঙ) অছম্ ভোজন স্থানের চতুর্দ্দিকে ব্যবহারার্থ বংশ নির্ম্মিত দীপাধার (গাছা) প্রস্তুত করা বাছালগণের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য। এতদ্ব্যতীত অছম্ ভোজন উপলক্ষে

যে সকল 'কাতাল' অর্থাৎ নোয়াতিয়া ত্রিপুরা নিমন্ত্রিত হয়, তাহাদের জন্য বিতল বা আহারের স্থানও বাছালগণকে নির্ম্মাণ করিতে হয়। (ত্রিপুরা ভাষায় চতুর্দ্দিকে বাঁশের বেড়া দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে বিতল কহে।)

২। সিউক—সিউক শব্দে শিকারীকে বুঝায়। রাজ পরিবারের আহারার্থ পশু পক্ষী শিকার করা সিউকগণের কার্য্য। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি কার্য্যও করিতে হয় ঃ—

(ক) রাজদরবারে উপাধি বিতরণ সময়ে সিউকগণ চন্দনের পাত্র ধারণ করিয়া থাকে।

(খ) রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিবাহ উপলক্ষে মাঙ্গলিক কার্য্যাদির জন্য সিউকগণ পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে এয়ো (সধবা) আনয়ন করে, এবং পাত্রীর পাট ধরে, এবং পাত্রী পক্ষের 'জল ভরণের' কার্য্য সম্পাদন করে।

(গ) কুয়াই তুইয়াদিগের সঙ্গে সিউকগণকে বিবাহ বেদি চন্দ্রাতপ দ্বারা সজ্জিত করিতে হয়।

৩। কুয়াই তুইয়া—পান সুপারিবাহককে কুয়াই তুইয়া বলে। ইহাদের অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি এই ঃ—

(ক) দরবারে উপাধি বিতরণ সময়ে ফুলের মালা প্রস্তুত করা।

(খ) সিংহাসন ঘরে প্রতিদিন ধূপধূনা প্রদান এবং বিশেষ বিশেষ পূজোপলক্ষে সিংহাসন ধৌত করা।

(গ) পূজার প্রসাদ বণ্টন করা।

(ঘ) পূজার সময় মহারাজের এবং ঠাকুর লোকগণের বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থানাদির বন্দোবস্ত করা।

(ঙ) বিবাহ সময়ে পাত্রের পাট ধরা, এবং পাত্র পক্ষের জল ভরণের কার্য্য করা।

(চ) সিউকদিগের সহিত বিবাহ বেদি সজ্জিত করা।

৪। দৈত্যসিং বা দুইসিং—রাজকীয় ধ্বজা বা নিশান বহন করা ইহাদের প্রধান কার্য্য। ইহারা যুদ্ধ সময়ে, দরবারে কিম্বা মিছিলে এবংপূজার সময়ে ধবল নিশান বহন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পূজার কাঠাম প্রস্তুত করা এবং পূজা ও হসম্ ভোজন সময়ে মাংস কুট্টন করাও ইহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে গণ্য।

৫। হুজরিয়া এবং ৬। ছিলটিয়া—ইহারা মূলতঃ একই হদার দুইটি বাজু বা সম্প্রদায়। হুজুরে অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হয় বলিয়া 'হুজুরিয়া' আখ্যা হইয়াছে। ইহাদিগকে উপস্থিতমতে বহুবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে

হয়। রাজপ্রাসাদ হইতে বিভিন্ন দেবালয়ে বা পূজার স্থানে বলির এবং ভোগের জিনীষাদি বহন করা ইহাদের একটি প্রধান কার্য্য।

৭। আপাইয়া—আপাইয়া শব্দে মৎস্য ক্রেতাকে বুঝায়। আপাইয়াগণ পূরাকালে রাজপরিবারের ব্যবহারার্থ মৎস্যাদি ক্রয় করিত। অধুনা ইহারা রাজবাড়ীর জ্বালানি কাঠ যোগাইয়া থাকে।

৮। ছকক্তুইয়া বা ছত্রতুইয়া—ছত্র বাহক। ছত্রতুইয়াগণ রাজদরবারের সময় চন্দ্রবাণ, সূর্য্যবাণ, মাহী-মূরত, ছত্র, আরেঙ্গী আদি সুলতানত বহন করিয়া থাকে।

৯। দেওরাই বা ঘামিল—ইহারা পূজক। কের খারচী প্রভৃতি পূজায় পৌরহিত্য করে। পূজকগণের মধ্যে প্রধানকে 'চুয়ান্তাই' বলে। 'বাড়ীফাং' চুয়ান্তাইএর অধীন পূজক।

১০। সুবে নারান—পূজা এবং হসম্ ভোজন উপলক্ষে মৎস্য কুটা ইহাদের কার্য্য।

১১। সেনা—ইহারা হসম্ ভোজনের সময় চুল্লি প্রস্তুত করে, পাকের বাসন আদি ধৌত করে, এবং ঠাকুরলোকগণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে। ইসম্ ভোজনের আহার প্রস্তুত হইলে, দামামা বাজাইয়া নিমন্ত্রিত লোকগণকে আহ্বান করা সেনাগণের একটি প্রধান কার্য্য। এই দফার লোক সংখ্যা অতি অল্প।

১২। জুলাই—জুলাই কতকটা ক্রীত দাসের ন্যায়। পূর্ব্ববঙ্গের সিং বা শূদ্রদিগের সঙ্গে জুলাইর সাদৃশ্য আছে। দুরবস্থায় পতিত হইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যে সকল লোক অপরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিত তাহারাই জুলাই শ্রেণীর আদি পুরুষ। জুলাইগণ প্রথমে নিজ আশ্রয়দাতার গৃহে পুরুষানুক্রমে সপরিবারে বাস করিত। পশ্চাৎ তাহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটায় ইহারা আশ্রয়দাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে. পুরাকালে রাজ্যের প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তিরই 'জুলাই' ছিল। যথা—মহারাজের জুলাই, যুবরাজের জুলাই, বড় ঠাকুরের জুলাই, ঈশ্বরীয় জুলাই, উজীরের জুলাই, সুবার জুলাই, নাজিরের জুলাই, ইত্যাদি। উদয়পুরের ঁমাতা ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর দেবলায়ের কার্য্যাদির জন্য কতকগুলি জুলাই ছিল। জুলাইগণ সমাজে হেয়। ইহারা সুবর্ণাভরণ অঙ্গে ধারণ করিতে পারে না। অর্থ দ্বারা মনিবের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিলে জুলাইগণ মুক্তি লাভ করিতে পারে। অধুনা জুলাই প্রথা ক্রমশঃ রহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সমাজে তাহাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করা এখনও বহু সময় সাপেক্ষ।

জুলাইগণ মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রকারভেদে ঐ সকল শ্রেণীর উৎপত্তি ও নামকরণ হইয়াছে। যথা ঃ—

১। দাস পাইয়া—তরকারী ক্রেতা।

২। মনারায়—ময়নাপালক ও সংগ্রহকারক।

৩। তোতারাম—তোতাপালক ও সংগ্রহকারক।

৪। মামি প্লাক্‌ছা—মামি অর্থাৎ বিন্নিধান আনয়নকারী।

৫। মাইছা প্লাক্‌ছা—মাইছা অর্থাৎ জুম ধান আনয়নকারী।

৬। গোলছড়ী—গোলমরিচের চারা রোপণকারী।

৭। চেলেংরায়—ক্ষারের জল প্রস্তুতকারী। (ক্ষারজল লবণের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়।

৮। মছারায়—মরিচপেষণকারী।

৯। অদ্‌রায়
১০। জিৎরায়
১১। সিমকাছা

ইহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে নাই।

৪৯। পুরাণ ত্রিপুরাগণ ক্রমশঃই সভ্য হইতেছে এবং সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিষয়ে ইহারা ঠাকুর লোকগণের অনুকরণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে তাহাদের আচার ব্যবহার, বিবাহ প্রণালী অনেকটা বিয়াংগণের ন্যায় (রিয়াংদিগের বিবরণ লিপির সময় এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ করা হইবে।)

দেশী ত্রিপুরা :

৫০। যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা ও অন্য প্রকারে ত্রিপুর সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা 'দেশী ত্রিপুরা' নামে খ্যাত। ইহারা আচার ব্যবহারে এখনও সমশ্রেণীর বাঙ্গালীদেরই অনুকরণ করে। ইহাদের মোট সংখ্যা ৩,০১১; পুরুষ ১,৬১২; স্ত্রী ১,৩৯৯।

রিয়াং :

৫১। এ রাজ্যের রিয়াংগণের সংখ্যা ১৫,১১৫; তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৭৪৩ ও স্ত্রী ৭,৩৭২। সোনামুড়া ও বিলনীয়া চার্জ্জ ব্যতীত অন্যত্র এই জাতীয় প্রজা নাই। কিংবদন্তী আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনৈক রাজপুত্র নির্ব্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় অনুচর সহ লুসাই মায়ানী থালাং অঞ্চলে গমন করেন, এবং রিয়াংগণকে পরাজয় করিয়া তথায় এক রাজ্য স্থাপন করেন। উক্ত রাজপুত্রের বংশ ধরগণ বহুকাল যাবত লুসাই পর্ব্বতে রাজত্ব করিতেছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশ লোপ

হইলে রাজ্য মধ্যে ঘোর অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন 'তুইক্রুহা' 'ইযুৎসিকা' 'পাইসিকা' ও 'তুইব্রুহা' নামক চারি জন রিয়াং সর্দ্দার ত্রিপুরেশ্বরের অধীনে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহু সংখ্যক অনুচর সহ তদানীন্তন রাজধানী অমরপুর অভিমুখে যাত্রা করে। কথিত আছে রিয়াং সর্দ্দারগণ ডুম্বুরু গিরি-শঙ্কট অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া দুইবার স্বদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয় এবং তৃতীয় বারের চেষ্টায় ইহারা বহু কষ্টে রাজধানীতে উপস্থিত হয়। মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য তৎসময় ত্রিপুর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই সর্দ্দারগণ ত্রিপুারেশ্বরের নিকট তাহাদের প্রার্থনা ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের চেষ্টা করিয়াছিল. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এ দিকে তাহাদের আনীত আহার সামগ্রী নিঃশেষ হইয়া তাহারা অন্ন কষ্টে পতিত হয়। তখন দারুণ মনোদুঃখে ও খেদে যে প্রকারেই হউক তাহাদের আগমন সংবাদ ত্রিপুরেশ্বরের গোচরীভূত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। রাজধানীতে তখন গোমতী নদীর পূজা হইতেছিল। সর্দ্দারগণ অনুচরগণ সহ গোমতী পূজার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। পূজার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া গুরুতর অপরাধের কার্য্য। ঐ বিষয় ত্রিপুরেশ্বরের কর্ণগোচর হইলে অপরাধিগণের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইল; সুতরাং সর্দ্দারগণ রাজ সকাশে যাওয়ার সুবিধার জন্য যে কার্য্য করিয়াছিল ভাগ্যদোষে তদ্দ্বারা বিপরীত ফল লাভ করিল। সর্দ্দারগণ উপস্থিত বিপদে মূহ্যমান হইয়া পড়িল। রাজধানী অবস্থিতি কালে তাহারা পরম দয়াবতী মহারাণী গুণবতীর কথা শুনিতে পাইয়াছিল। মহারাণী গুণবতী তৎকালে পাটেশ্বরী ছিলেন। তাঁহার দয়ায় প্রজাসাধারণ মুগ্ধ ছিল। সর্দ্দারগণ পরিত্রাণ আশায় মহারাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহারাণী আনুপূর্ব্বিক অবস্থাদি অবগত হইয়া রিয়াংগণকে মুক্তিদান করিলেন। রিয়াংগণও মহারাণীর অতিমাত্র বাধ্য ও অনুগত হইল। কথিত আছে মহারাণী একটী কাংস্য পাত্রে তাঁহার স্তন্য লইয়া সমবেত রিয়াংগণকে তাহা পান করাইয়াছিলেন। মহারাণীর অপার দয়ার কথা রিয়াংগণ আজও বিপুল আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। কতর দফার লোকের নিকট অদ্যাপি একটী কাংস্য পাত্র আছে, তাহারা উক্ত পাত্রটী মহারাণী গুণবতীর প্রদত্ত বলিয়া উল্লেখ করে এবং অতি ভক্তি এবং যত্নের সহিত তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। মহারাণী রিয়াংগণকে এক খণ্ড শিলও দিয়াছিলেন এবং দানকালে বলিয়াছিলেন "শিলটী যেমন দীর্ঘ স্থায়ী তোমাদের সঙ্গে ত্রিপুর রাজবংশের সম্বন্ধও সেইরূপ দীর্ঘ স্থায়ী হউক"। পুণ্যবতী মহারাণীর বাণীর অন্বর্থতা প্রতিপন্ন হইয়াছে ; কারণ রিয়াংগণের রাজভক্তি অতি গভীর ও অনন্য সাধারণ। কালক্রমে রিয়াংগণ ভিন্ন ভিন্ন ত্রিপুরেশ্বরের

নিকট হইতে বাঁশি, ঢোল, কাড়া, ঢাল, তরবার, কাঁসের মালা, পিতলের সূর্য্যবাণ, লৌহের ফুরাই, কাঁসের বুড়া দেবতা, কাঁসের ছংপ্রমা দেবতা প্রভৃতি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছে। রিয়াংগণ তৎসমুদয় অতি ভক্তি ও যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেছে।

দফা বিভাগ :

৫২। রিয়াংগণ 'মেস্কা' ও 'মল্‌ছই' নামক দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মেস্কা সম্প্রদায়ে 'মেস্কা' 'মুছা' 'চরখি' 'রাই কচাক' 'ওয়াই রেম' 'তংমা ইয়াক্‌চ' ও 'তুই মুই ইয়াফাক্' নামক সাতটী এবং মল্‌ছই সম্প্রদায়ে 'মলছই' 'আপেত' 'নগ্‌খাম' 'চুংপ্রেং' 'ইয়াকস্তাম' ও 'রিয়াং কাচক' নামক ছয়টী দফা আছে। রিয়াংদিগের মোট এই ১৩টী দফা। প্রত্যেক দফার নাম অর্থ ব্যঞ্জক; তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

১। মেস্কা সম্প্রদায় :

(ক) মেস্কা—কুকি ভাষায় 'মেস্কা' লেবুগাছ বুঝায়। এই দফার লোক প্রথমে যে স্থানে বাস করিত তথায় লেবু গাছের প্রাচুর্য্য ছিল প্রসিদ্ধ ভগীরথ চৌধুরী ও ছতরায় চৌধুরী এই দফার লোক।

(খ) মুছা—রিয়াংমুছা—ব্যাঘ্র। কথিত আছে এই দফার পূর্ব্ব-পুরুষ প্রাচীন রোম রাজ্যের 'রমিউলাস' ও 'রেমাস' এর ন্যায় শৈশব-কালে একটী ব্যাঘ্রিণী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল।

(গ) চর্‌খি—কথিত আছে একদা জনৈক রিয়াং সর্দ্দারের পুত্রবধূ সম্বন্ধে গ্লানিকর কথার আলাপ হইতেছিল। ঐরূপ কোন কথা শ্রুতিগোচর হইতে না পারে তজ্জন্য উক্ত সরদারের সঙ্গীয় লোক সজোরে 'চর্‌খি' ঘুরাইয়াছিল। দ্বিভাষী তাইবুং চৌধুরী এই দফার লোক। কাহারও মতে এই দফার পূর্ব্ব পুরুষ বড় তাড়াতাড়ি কথা বলিত। তন্নিমিত্ত তাহার পরবর্ত্তী পুরুষগণ ঐ নামে অভিহিত হইয়াছে।

(ঘ) রাই কচাক্—রিয়াং রাই—বেত, কচাক—লাল। এই দফার পূর্ব্বপুরুষ লাল বেত দ্বারা বাজু তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিত। চাক্‌মা এবং রিয়াংগণ মধ্যে বর্ত্তমানেও এই রূপ বাজু ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(ঙ) ওয়াইরেম্—কুকি ওয়াই—ত্রিপুরা, রেম্—মিশ্রণ। রিয়াং পুরুষ ও কুকি স্ত্রী হইতে এই দফার সৃষ্টি। সোনামুড়া চার্জ্জের গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, নাজিহাম চৌধুরী প্রভৃতি ঐ মিশ্রিত জাতির লোক।

(চ) তংমা ইয়াক্চ—রিয়াং তংমা—মোরগ, ইয়াক্চ—পায়ের অঙ্গুলী। যাহার পায়ের অঙ্গুলী মোরগের পায়ের অঙ্গুলীর ন্যায় তাহাকে তংমা ইয়াক্চ কহে। এই দফার আদি পুরুষের তদ্রূপ অঙ্গুলী ছিল।

(ছ) তুই মুই ইয়াফাক্—বিয়াং তুই—জল, মুই—তরকারী, তুই মুই—কচ্ছপ (জলের তরকারী)। ইয়াফাক্—উরু, তুই মুই ইয়াফাক্—কচ্ছপের উরু অর্থাৎ বুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শরীর যাহার। এই দফার আদি পুরুষের ধবল কুষ্ঠরোগ ছিল, তদনুসারে এই নামকরণ হইয়াছে।

২। মল্ছই সম্প্রদায় :

(জ) মল্ছই—কুকি কথায় মরিচকে 'মর্ছই' কহে। মল্ছই, মর্ছই, এবং অপভ্রংশ। এই দফার আদি পুরুষগণ কুকি পল্লীর নিকট আসিয়া যে স্থানে বাস স্থান নির্ম্মাণ করে তথায় পূর্ব্বে কুকিদিগের মরিচ ক্ষেত্র ছিল। তদবধি কুকিগণ তাহাদের ঐ রূপ নামকরণ করিয়াছে।

(ঝ) আপেত—রিয়াং আপেত—ফোট্কামাছ। এই দফার আদি পুরুষ ফোট্কা মাছের ন্যায় স্থূলোদর ছিল। প্রসিদ্ধ তৈথিলা চৌধুরী প্রভৃতি এই দফার লোক।

(ঞ) নগ্খাম—রিয়াং নগ্খাম—ঘর পোড়া। এক সময়ে কোন পল্লীর সমুদয় প্রজার ঘর পুড়িয়া যায়। তাহাদের পরবর্ত্তী পুরুষগণ তদবধি এই নামে অভিহিত হইতেছে।

(ট) চুংপ্রেং—রিয়াং ভাষায় 'চুংপ্রেং' একটী বাদ্য যন্ত্রের নাম। চুংপ্রেং অনেকটা দো-তারা যন্ত্রের ন্যায়। কথিত আছে এই দফার পূর্ব্বপুরুষ 'ঘুংরি' রোগগ্রস্ত ছিল। সে চুংপ্রেং বাজাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

(ঠ) ইয়াক্স্তাম—রিয়াং ইয়াক্স্তাম=আংটী। কথিত আছে এই দফার পূর্ব্ব পুরুষের একটী উৎসুক থাকিত। হস্ত দ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সে এমনিভাবে তাহা করিত যে দর্শকবৃন্দ সর্ব্বাগ্রে তাহার আংটী দেখিতে পাইত। বর্ত্তমান সময়ে এই দফার অস্তিত্ব নাই।

(ড) রিয়াং কাচ্ক—রিয়াং ভাষায় সর্দ্দারকে 'কাচ্ক' বলে। 'কাঞ্চন' কাচ্ক শব্দেরই রূপান্তর। আদি কাচক-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারিগণ এই নামে অভিহিত হইতেছে।

কতর দফা :

৫৩। উল্লিখিত ১৩টী দফায় ১৯টী উপাধিতে ২৬ জন সর্দ্দার বা প্রধান ব্যক্তি

থাকে। তাহাদিগকে 'কতর দফা' বলে। কতর=বড় ঐ সকল সর্দ্দার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রায় এক শ্রেণীর এবং কাচ্ক অপর শ্রেণীর নেতা। নিম্নে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

রায় ও তাহার অধীনস্থ সর্দ্দারগণ :

(ক) রায়=রাজা। রিয়াং জাতীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরায় নামে অভিহিত।
(খ) চাপিয়া খাঁ—ভাবী রায়।
(গ) চাপিয়া—ভাবী চাপিয়া খাঁ।
(ঘ) দর কালিম—রায়ের পুরোহিত।
(ঙ) দলই—রায়ের পেষ্কার।
(চ) ভাণ্ডারী—রায়ের দ্রব্যজাত রক্ষক।
(ছ) কান্দা—রায়ের সেবক ও ছত্র দণ্ডধারী
(জ) দয়া হাজারী—ঢোলবাদন।
(ঝ) মুরিয়া—সানাই বাদক!
(ঞ) দুগরিয়া—কাড়া বাদক!
(ট) দাওয়া—পূজার টলুয়া।
(ঠ) ছিয়াক্রাক্—পূজার মাংসাদি বণ্টনকারক। সে চাপিয়া ছত্র বাহকের কার্য্যও করে।

কাচ্ক ও তাহার অধীস্থ সর্দ্দার :

(ড) কাচ্ক—উজীর।
(ঢ) ইয়াক্ ছং—নাজির।
(ণ) হাজরা—কাচ্কের সেবক।
(ত) কাং রেং—কাচ্কের ছত্রধারী।
(থ) কার্মা—ইয়াক্ ছুংএর সেবক।
(দ) খান্ কালিম—ইয়াক্ ছংএর ছত্রধারী।
(ধ) খান্দল—আহার্য্য দ্রব্যাদির সংগ্রহকারক।

কতর দফার লোকগণকে ঘরচুক্তি খাজানা দিতে হয় না। রায়, চাপিয়া খাঁ, চাপিয়া, ভাণ্ডারী, দয়া হাজরা, কান্দা হাজরা, মুরিয়া ও দুগ্রিয়া উপাধিতে ৮ জন এবং অবশিষ্ট ১১টী উপাধিতে ১৮জন সর্দ্দার আছে।

৫৪। রিয়াংগণের আদি বাসস্থান লুসাই পর্ব্বত। রিয়াংগণ মূলতঃ ত্রিপুরা জাতীয় লোক নহে। শারীরিক আকৃতিতে রিয়াংগণের সহিত কুকি জাতীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ কুকি ও ত্রিপুরাজাতির মিশ্রমে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরা সমাজে ভুক্ত হইয়াছে।

শিক্ষা, অবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার :

৫৫। রিয়াংগণ শিক্ষা ও অবস্থাদিতে ত্রিপুরজাতীয় অপরাপর সম্প্রদায় হইতে হীন। ইহারা অতিশয় মদ্যপায়ী। সুধু পানসক্তি হেতু ইহাদের মধ্যে অনেকেরে অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইহারা জুম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ; কদাচিৎ কেহ ব্যবসায় বাণিজ্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সঞ্চয়শীলতা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অর্থ সঞ্চয় হইলেই ইহারা বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ব্যয় সহকারে সম্পন্ন করে, কিম্বা 'মেলা' বসাইয়া সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় করে। বিবাহাদি উপলক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে স্বজাতীয় লোকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দেওয়াকে 'মেলা বসান' বলে।

বিবাহ পদ্ধতি :

৫৬। রিয়াংগণের বিবাহ পদ্ধতি অপকৃষ্ট। তাহাদের মধ্যে কন্যাপণ নাই। কিন্তু বরকে দুই বৎসর কাল কন্যার পিতৃগৃহে বাস করিতে হয়। বর ও কন্যা স্বামী স্ত্রীর ন্যায় তৎসময় কালাতিপাত করে। কোন কারণে দুই বৎসর অতীত হওয়ার পূর্ব্বে বর নিজ গৃহে চলিয়া গেলে কন্যার উপর তাহার স্ত্রীত্ব জন্মে না, অর্থাৎ তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না। ঐরূপ অবস্থায় কন্যার পিতা কন্যাকে অন্য পাত্রস্থা করিয়া থাকে। রিয়াংগণের বিবাহ পদ্ধতিতে আর একটী বিশেষত্ব আছে। বর যতই অবস্থাপন্ন হউক না কেন তাহাকে শ্বশুর গৃহে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া যাবতীয় কার্য্যাদি করিতে হইবে। বর বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইলে কদাচিৎ কোন কোন স্থলে শ্বশুরের জুমের কার্য্যাদি প্রতিনিধি দ্বারা করাইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ কার্য্যও শ্বশুরের সম্মতি অনুসারে হওয়া আবশ্যক।

৫৭। রিয়াংগণের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই। সাধারণঃ বর ও কন্যার অভিভাবকগণ বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে ; কোনও স্থলে যৌন-নির্ব্বাচন অনুসারেও বিবাহ হয়। রিয়াং স্ত্রীলোকগণ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরই গলার মালা ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে। এক বৎসরকাল ইহারা পুনঃবিবাহ করিতে পারে না। বৎসর শেষ হইলে জ্ঞাতিগণের অনুমতি গ্রহণে অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া অন্য পাত্রস্থা

হইতে পারে। পুরুষকেও অনুরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। স্ত্রী বিয়োগের এক বৎসরকাল মধ্যে তাহারা পুনঃ বিবাহ করিতে পারে না। তাহাদিগকে এক বৎসরকাল বিশেষ সংযম অবলম্বন করিতে হয়। তৎসময় মালা ধারণ, গান ও নৃত্যাদিতে যোগদান, বাদ্যবাদন প্রভৃতি কার্য্য তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। স্ত্রী কিংবা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামাজিক বিচারে তাহাদিগকে অর্থ দণ্ড দিতে হয়। এই নিয়ম মন্দ নহে। বিশেষতঃ পুরুষের প্রতিপাল্য নিয়মাদি সভ্য জাতির অনুকরণ যোগ্য।

৫৮। রিয়াংগণ স্ত্রী বর্ত্তমানে দারান্তর গ্রহণ করিতে পারে না এবং স্ত্রীর অসম্মতিতে তাহাকে বর্জ্জন করিতেও সক্ষম হয় না। এই কারণে রিয়াংগণের বিবাহ বন্ধন দৃঢ়। ইহাদের মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয়ও বেশ আছে। তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারের দণ্ড গুরুতর। কোন পুরুষ অপরের স্ত্রীতে আসক্ত হইলে সামাজিক বিচারে তাহাকে ২৫ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড দিতে হয়।

৫৯। রিয়াংগণের বিবাহে আর একটা বিশেষত্ব আছে। রিয়াং ছিক্লা (অনূঢ়া যুবতী) কদাপি প্রৌঢ় বিপত্নীককে গ্রহণ করে না। রিয়াং সমাজে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের সহিত যুবতীর বিবাহ সম্ভবপর নয়। রিয়াংগণ বর কন্যার বয়সের সামঞ্জস্য যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তবে কোন কোন স্থলে প্রৌঢ় পুরুষকে বৃদ্ধা স্ত্রী গ্রহণ করিতে কিংবা প্রৌঢ়া স্ত্রীকে বৃদ্ধ পুরুষ গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

ধর্ম বিশ্বাস খাইন সংগ্রহ :

৬০। অপরাপর পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় রিয়াংগণও বহুসংখ্যক বন্য দেবদেবীর পূজা করে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত দেব দেবীর পূজাই অধিকাংশ লোকে করিয়া থাকে ঃ—

১। মতাই কতর—(মতাই=দেবতা ; কতর=বৃহৎ) বড় দেবতা। অধুনা শিব ও দুর্গাকেও মতাই কতর বলে।

২। তুইমা—(তুইমা=নদী) ; রিয়াংগণ যে ছড়া বা নদীর পাড়ে বাস করে তাহারা সেই ছড়া বা নদীর পূজা করিয়া থাকে এবং তাহাকেই সাধারণতঃ 'তুইমা' বলে। এক্ষণ গঙ্গাপূজাকেও তুইমা বলিয়া থাকে।

৩। গরাই ও কালাই।

৪। সংগ্রমা—পাহাড়ের দেবতা।

৫। বুড়াছা—বুড়া দেবতা। এই দেবতা বন রক্ষক। জুমের মঙ্গলার্থ ইহার পূজা হইয়া থাকে।

৬। বালী রাও এবং থুনাই রাও।

৭। খুলংমা—(খুল=কার্পাস); কার্পাসের দেবতা।

৮। মাইমংমা—(মা=ধান); ধানের দেবতা অধুনা লক্ষ্মীকেও মাইমংমা বলে। মাইমংমা থুনাই রাওয়ের স্ত্রী বলিয়া খ্যাত।

৯। বুড়ীরক—(বৃদ্ধা সমুদয়); ইহারা সংখ্যায় সাত জন। ইহারা যাদু বিদ্যার অধিকারী।

১০। লাম্পরা বা খাব্দি—আকাশ ও সমুদ্রের দেবতা।

জুম কাটার পূর্ব্বে ও শস্য সংগ্রহকালে প্রত্যেক রিয়াং এক একটি পূজা দিয়া থাকে। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির রোগ হইলেও রোগ শান্তির জন্য পূজা দেওয়ার নিয়ম আছে। জুম কাটা ও শস্য সংগ্রহ সময়ের পূজা কোন্ কোন্ সময়ে পাড়ার সমস্ত লোক একত্র হইয়াও দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এ রাজ্যের রিয়াংগণ সকলে সমবেত হইয়া প্রতিবর্ষে গোমতী, কর্ণফুলী, মোহরী, ফেণী প্রভৃতি নদীর পূজা, কের পূজা, চিত্রগুপ্ত পূজা, মাতঙ্গী পূজা, ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা ও লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতির কোন এক বা একাধিক পূজা অতি সামরোহের সহিত সম্পন্ন করে। এইরূপ পূজায় বৎসর বৎসর ১২০০, ১৩০০ টাকা ব্যয় হয়। পূজার ব্যয় 'খাইন' বা চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হয়। প্রত্যেক রিয়াং পরিবারই অল্পাধিক পরিমাণ চাঁদা দিয়া থাকে।

৬১। পূজা স্থানে যাবতীয় রিয়াং সমবেত হইলে পূজা আরম্ভ হয়। কতর দফার লোকগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে পূজার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূজায় মহিষ, শূকর, ছাগল প্রভৃতি পশু এবং হাঁস, মোরগ, কপোত প্রভৃতি পক্ষী বলি হয়। পূজা শেষ হইলে সকলে একত্র হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। এই প্রকারে আমোদ সময় সময় একাধিক দিন স্থায়ী হয়।

৬২। রিয়াংগণের পূজা কেবল আমোদ প্রমোদে পর্য্যবসিত হয় না। পূজার কার্য্যাদি শেষ হইয়া গেলে, কতর-দফার লোকগণ এবং প্রধান প্রধান চৌধুরী দ্বারা একটী বৈঠক বা সভা গঠিত হয়। এই বৈঠক রিয়াংগণের সর্ব্বপ্রকার বিবাদ মীমাংসা ও বিচার হইয়া থাকে। বিচারে কাহারও অর্থ দণ্ড হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আদায় হইয়া থাকে। আদায়ীকৃত টাকা জাতীয় ভাণ্ডারে জমা হয়। পূজার ব্যয় সংকুলন হইয়া 'খাইনের' কোন টাকা উদ্বর্ত্ত হইলে, তাহাও জাতীয় ভাণ্ডারের সামিল হয়। এই টাকা হইতে কতর-দফার লোকগণ কিছু পাইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট টাকা সার্ব্বজনিক কোন কার্য্যের জন্য সঞ্চিত হয়।

৬৩। রিয়াংগণের পূজায় ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির গূঢ় উদ্দেশ্যের একত্র সমবেশ দৃষ্ট হয়। সমগ্র জাতীয় লোকের সাময়িক সম্মিলন দ্বারা একদিকে

যেমন স্বজাতিপ্রিয়তা, নেতৃবশ্যতা প্রভৃতি জাতীয় গুণসমূহের অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন হয়, অপরদিকে তদ্রূপ জাতীয় শক্তিরও ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। অপরন্তু ধর্ম্ম-কার্য্য ব্যপদেশে ঈদৃশ সম্মিলন হইলে, সম্মিলনীতে একটী পবিত্র ভাবেরও সঞ্চার হয়। কতর-দফার রায় বা কাচ্‌কের কিংবা কোনও প্রধান চৌধুরীর আদেশ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে যখন ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে অসংখ্য রিয়াং প্রজার একত্র সমাবেশ হয়, তখন আমরা একতাও নেতৃবশ্যতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ঈদৃশ সম্মিলন স্বজাতিপ্রিয়তা ও নেতৃবশ্যতার পরিচায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৬৪। রিয়াংগণের বেশভূষা সাধারণতঃ পুরাণ ত্রিপুরার ন্যায়। রিয়াং সীমন্তিনীগণের অঙ্গে মূল্যবান কোন অলঙ্কার নাই। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় ইহারা ফুলের অতিশয় আদর করিয়া থাকে। ইহারা বড়ই নৃত্যগীত প্রিয়, উৎসবাদিতে ইহারা মদ্য পান করিয়া থাকে। মদ্য পানে প্রায়ই ইহাদের আত্ম বিস্মৃতি জন্মে; রিয়াংগণের গীতিগুলি আদি রসাত্মক এবং অধিকাংশ গানই যুবক যুবতীদিগের পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর। কখন কখন প্রেমিক ও তাহার বন্ধুগণের সহিত প্রেমিকা ও তাহার বয়স্যাগণের গীতি-যুদ্ধ হয়। কখন কখন নিবিড় জঙ্গলে প্রেমিক-প্রেমিকাগণও গান বিনিময় করে। রিয়াংগণের অনেক গান ভাবুকতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। বাঙ্গালা গানের প্রচলনে ক্রমশই রিয়াং গীতির বিলোপ সাধিত হইতেছে। অধুনা রিয়াংগণ তাহাদের জাতীয় গান অশ্রাব্য ও অগের বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

৬৫। সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে বিলাসপ্রিয়তা ক্রমশঃ রিয়াং সমাজেও ঢুকিতেছে। সঙ্গতিপন্ন রিয়াংগণ দেশীয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। ২টা ।২।।০ টাকা মূল্যের ছাতা ব্যবহার করিতেছে। নানাপ্রকারের কোট সার্টের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতেছে। রিয়াং ছিক্লাগণ [যুবক যুবতী] অধুনা গলায় কাম্ফর্টর বাঁধিয়া গঞ্জি গায় দিয়া, মাথার উপর ওয়াটার-প্রুফ ছাতা ধরিয়া গাছ ও কুন্দা কাটিতে যায়।

নামকরণ :

৬৬। রিয়াংগণের নামকরণে বিশেষত্ব আছে। ইহাদের অনেক নাম অর্থ ব্যঞ্জক (significant)। আমরা নিম্নে তাহার এক লিষ্ট প্রদান করিতেছি।

(ক) নগ্‌ক্রুইহা—ঘরহীন (নগ্‌=ঘর; ক্রুই বা কুরুই=নাই)। বালক প্রসূত হওয়ার সময় তাহার পিতা মাতার কোন ঘর না থাকিলে তাহার এই নাম হয়। বালিকা হইলে নগ্‌ক্রুইতী বলে।

(খ) মাইক্রুইহা—মাই=ভাত। মাইক্রুইহা=অন্নহীন।

(গ) ক্লক্হা=লম্বা।

(ঘ) কেবেল্হা=বলহীন।

(ঙ) জামিনরায়=সন্তানের পিতা অপরকে জামিন রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লওয়ার সময় সন্তান প্রসূত হইলে তাহার এইরূপ নামকরণ হয়।

জমাতিয়া :

লোকসংখ্যা :

৬৭। এ রাজ্যে সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ ব্যতীত অন্যত্র জমাতীয়া লোকের বাস নাই। ঐ জাতীয় লোকের সংখ্যা ৪,৯১০ তন্মধ্যে পুরুষ ২,৬৬০ এবং স্ত্রী ২,২৫০। জমাতীয়াগণ উপবীত ধারণ করে। ত্রিপুরা জাতির মধ্যে সভ্যতা ও অবস্থাদিতে পুরাণ ত্রিপুরার নিম্নেই জমাতীয়ার স্থান। অধিকন্তু কোন কোন বিষয়ে ঐ জাতীর লোক পুরাণ ত্রিপুরা হইতেও কতক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাস :

৬৮। রিয়াংগণের ন্যায় জমাতীয়াগণও মূলতঃ ভিন্ন জাতি। ত্রিপুর জাতীর লোক নহে। ইহারা ক্রমে ত্রিপুর জাতীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জমাৎ শব্দ হইতে জমাতীয়া শব্দের উৎপত্তি। জমাৎ শব্দে দল বা লোক সম্মিলনী বুঝায়। কথিত আছে এই জাতিয় লোকের পূর্ব্ব পুরুষগণ ত্রিপুর রাজসংসারে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের দ্বারা যে সেনাদল গঠিত হইয়াছিল তাহাকে 'জমাৎ' বলিত। তদনুসারে তাহাদের পরবর্ত্তী পুরুষগণ জমাতীয়া নামে অভিহিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে দফা নাই। জমাতিয়া একটী মিশ্র জাতী বা সম্প্রদায়। এই জাতীর মধ্যে পুরাণ ত্রিপুরা, নওয়াতিয়া, রিয়াং, কলই প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকই প্রবেশ করিয়াছে।

সাধারণ অবস্থা, ধর্ম্ম বিশ্বাস :

৬৯। পার্ব্বত্য অপরাপর জাতি অপেক্ষা জমাতীয়াগণের আর্থিক অবস্থা উৎকৃষ্ণ। অধুনা এই জাতীয় অধিকাংশ লোক জুম কৃষি পরিত্যাগ করিয়া হল কর্ষণ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন তাহাদের যাযাবরত্ব দূর হইয়াছে, অপর দিকে তদ্রূপ সাংসারিক অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে ;

এবং ইহারা উত্তরোত্তর সঞ্চয়শীলতা এবং মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতেছে। ইহারা সাধারণতঃ পানাসক্ত নহে। অনতি দীর্ঘকাল হইল নুরনগর পরগণার অন্তর্গত মেহারী গ্রামের প্রসিদ্ধ গোস্বামীগণ জমাতীয়াগণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই নবধর্ম্মানুরাগ এবং পবিত্র ধর্ম্মপ্রভাব ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ জমাতীয়া মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহারা সকলেই মালা চন্দন ধারণ করে। প্রতি বর্ষে বহুসংখ্যক জমাতীয়া কাশী, বৃন্দাবন আদি পবিত্র তীর্থ দর্শনে বাহির হয়। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জমাতীয়াগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও ইহারা পূর্ব্ববৎ বন্য দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। রিয়াংগণের ন্যায় ইহারা 'খাইন' করিয়া টাকা সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কতকগুলি জাতীয় পূজা দিয়া থাকে। ইহাদের পূজার মধ্যে শিবগৌরী পূজা, দুর্গা পূজা, ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা ও গোমতী পূজা প্রধান। প্রতি বৎসর খাইনের টাকা আদায় ও পূজার কার্য্যাদি সম্পাদন জন্য 'অজাই' 'ক্ষেব্‌পাং' 'দরিয়া' ও 'মতাই বাল্‌নাই' উপাধির চারি ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হয়। পূজককে অজাই বা উজাই বলে। যাহার বাড়ীতে পূজা হয় তাহাকে 'ক্ষেব্‌পাং', ঢোলবাদককে 'দরিয়া' এবং দেবতা বাহককে 'মতাই বাল্‌নাই' (মতাই=দেবতা, বাল্‌নাই=বাহক) কহে। ইহাদের দূর্গাপূজা সর্ব্বাংশে বাঙ্গালীদের পূজার অনুরূপ। ঐ পূজা বাঙ্গালী দ্বারা সম্পন্ন হয়।

৭০। জমাতীয়াগণ অতিশয় শান্তিপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ প্রায়ই সংঘটিত হয় না। বিবাদ উপস্থিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। জমতীয়াগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে দুইজন সমাজপতি নির্ব্বচন করে এবং সর্ব্ব বিষয়েই সমাজপতিদ্বয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলে। ইহাদিগকে প্রচলিত কথায় 'মুল্লুকের সরদার' বলে। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে অথবা কোন বিশেষ কারণে ঐ সময়ের মধ্যেও জমাতীয়াগণ নূতন সমাজপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। সমাজপতিদ্বয় স্বয়ং এবং আবশ্যক স্থলে অপরাপর সর্দ্দারের সহায়তায় জমাতীয়াগণের যাবতীয় বিবাদাদির বিচার ও মীমাংসা করিয়া থাকে।

বিবাহ পদ্ধতি :

৭১। জমাতীয়াগণের বিবাহ পদ্ধতি উৎকৃষ্ট। ইহারা কন্যাপণ গ্রহণ করাকে অতিশয় হেয় জ্ঞান করে। ইহারা অধিকাংশ স্থলে সভ্যজাতীদের ন্যায় যথাসাধ্য যৌতুকাদি সহ কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'জামাই উঠার'

প্রথাও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাতে কঠোরতা কিংবা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। পাত্র নির্ব্বাচিত হইয়া কন্যার পিতৃ গৃহে আসিলেই তাহার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। শ্বশুরের গৃহে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করা জমাতীয়া সমাজেরও নিয়ম বটে। কিন্তু ঐ নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। পাত্র সস্ত্রীক নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। তবে ঐরূপ কার্য্য দ্বারা সাধারণতঃ উভয়পক্ষের মনোমালিন্য ঘটিতে দেখা যায়।

আমোদ ও নৃত্যগীত :

৭২। জমাতীয়াগণ সাধারণতঃ গান বাদ্য প্রিয়। অধুনা অধিকাংশ পল্লীতেই এক একটী হরিসংকীর্ত্তনের দল আছে। ইহাদের স্বর স্বভাবতঃ মিষ্ট। ইহাদের সংকীর্ত্তনে স্বাত্বিকতা আছে। আমরা অনেক সময় তাহাদের সংকীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইতিমধ্যে জমাতীয়াগণ দুইটী যাত্রাদলও সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের যাত্রার দলের গান শ্রবণের অযোগ্য নহে, উপযুক্ত শিক্ষক পাইলে ইহারা অবিলম্বে খণ্ডলের বাঙ্গালী যাত্রার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হইবে। জমাতীয়া দলপতিকে অনেক সময়ে জয়দেব এবং অন্যান্য মিশ্র সংস্কৃত গীত পর্য্যন্ত গাইতে শুনা যায়। পর্ব্বতবাসীদিগের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। গান বাদ্যের অনুশীলন সর্ব্বসমাজেরই পক্ষে কল্যাণদায়ক। ইহাতে অনেকস্থলে কঠোরতার অপনোদন হইয়া সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। জমাতিয়াদিগের মধ্যে এই সুফল কতকাংশে দেখা যাইতেছে।

নোয়াতীয়া :

৭৩। এ রাজ্যের নোয়াতীয়ার সংখ্যা ১৪,৪৩৭ তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৩৯১ ও স্ত্রী ৭,০৪৬। 'নোয়াতীয়া' শব্দের অর্থ নূতন। নোয়াতীয়াগণও মিশ্রজাতি। ইহারা আধুনিক সময়ে ত্রিপুরা জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। নোয়াতীয়াগণ কেওয়া, মুরাসিং, আছলং, গর্জ্জন, খালিচা, তংবাই, লাইতং, দেইল্‌দাক্ আনাওকিয়া, খক্লু, তোতারাম প্রভৃতি নানা দফায় বিভক্ত। এই রাজ্যে প্রথমোক্ত ছয় দফার লোকই বাস করে।

৭৪। মুরাসিং দফার অধিকাংশ লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেক অংশে জমাতীয়াদের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দফার লোকও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। নোয়াতীয়াগণের মধ্যেও ক্রমশঃই হল কর্ষণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। অচিরেই ইহাদের অবস্থা

জমাতীয়াগণের ন্যায় উন্নত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। ইহাদের বিবাহ পদ্ধতি রিয়াংগণের অনুরূপ।

মণিপুরী :

৭৫। এ রাজ্যের হিন্দু ও মুসলমান মণিপুরিগণের সংখ্যা ১৩,২৫৬ তন্মধ্যে স্ত্রী ৬,৩০৬ এবং পুরুষ ৬,৯৫০। শিক্ষা ও সভ্যতায় ঠাকুরলোকগণের পরেই হিন্দু মণিপুরিগণের স্থান। ইহারা এ রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসী নহে। মণিপুর রাজ্যের অন্তর্বিপ্লবের সময়, লুসাইগণের ও ব্রহ্মদেশীয়দিগের অত্যাচারকালে অনেকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। ইহাদেরই কতক এই রাজ্যে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তৎপর অন্যান্য কারণেও মণিপুরিগণ সময় সময় এ রাজ্যে আসিয়া বসত করিয়াছে। এ রাজ্যের দক্ষিণাংশে অদ্যাপি কোনও মণিপুরি বসতি নাই। ত্রিপুর রাজ্যের সহিত মণিপুর রাজ্যের সম্বন্ধ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই বিদ্যমান ছিল। রাজমালা পাঠে জানা যায়, মহারাজ ত্রিলোচনের পুত্র মহারাজ তৈদক্ষিণ এক মণিপুরী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুর রাজপরিবারে অনেক মণিপুরী কন্যা বিবাহ সূত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ রাজ্যবাসী মণিপুরীগণ বৃহৎ মণিপুরী জাতীর এক অতি ক্ষুদ্র শাখামাত্র। মণিপুরী জাতীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে মাত্র কয়েকটী স্থূল বিষয়ের স্থূল বিবরণ লিপি করা হইতেছে।

৭৬। মণিপুরিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই তিন জাতিতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতীর মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী সম্প্রদায়। (১) আসল বা খাই, (২) বিষ্ণুপুরী বা কালেসা। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোককে একটু হীন চক্ষে দেখে। ক্ষত্রিয়গণের সাধারণ উপাধি সিংহ। শূদ্রগণের মধ্যে ধর, কর ও দত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধি আছে। মণিপুরী ব্রাহ্মণ সমাজে অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহাদের আগমন দ্বারা মণিপুরী ব্রাহ্মণ সমাজে অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। দেশ ত্যাগের পর অনেক মণিপুরী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহারা মণিপুরী মুসলমান নামে আখ্যাত।

৭৭। মণিপুরিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা মালা চন্দন ধারণ করে, কখনও মদ্য কিংবা মাংস স্পর্শ করে না। মণিপুরিগণ নিতান্ত আরামপ্রিয় এবং নৃত্য গীত প্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহারা সাধারণতঃ কৃষিজীবি, কেহ কেহ সোনা রূপার কার্য্য এবং সুতারের কার্য্য দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

৭৮। মণিপুরী স্ত্রী ও পুরুষ বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালোবাসে। পুরুষগণ অপেক্ষা রমণীগণ সমধিক পরিশ্রমী এবং প্রায় যাবতীয় কার্য্যেই পুরুষের সাহায্যকারিণী। যেরূপ পরিশ্রমের বা কঠিন কার্য্যই করুক না দিবাশেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া দুচারিটি ফুল বা একটু সুগন্ধি ব্যবহার করা প্রায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই অভ্যাস। তাহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। মণিপুরী সমাজে সাধারণতঃ যুবতী বিবাহ প্রচলিত। বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নাই। কিন্তু বিধবাকে-স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমাজ আপত্তি করে না। এক স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করা নিন্দার বিষয় হইলেও সমাজে তাহাও প্রচলিত আছে। মণিপুরি সমাজে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ সমধিক প্রচলিত।

৭৯। মণিপুরী ধর্ম্ম সমাজের মণ্ডপ এবং খ্রীষ্টান সমাজের (church) চার্চ্চএর পরস্পর সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। প্রতি মণিপুরী গ্রামে, সমাজে বা সম্প্রদায়ে অথবা পার্শ্ববর্ত্তী ২।৪টী গ্রামের জন্য কোনও সুবিধাজনক স্থানে এক একটী মণ্ডপ, সেই মণ্ডপে বিগ্রহ স্থাপিত, এবং সমাজের পঞ্চাইত বা প্রধান ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধানে মণ্ডপের কার্য্য পরিচালিত হয়। মণ্ডপের জন্য পূজক ব্রাহ্মণ পঞ্চাইত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। কোন পর্ব্ব কিম্বা বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেই মণ্ডপে সমাজের সমস্ত লোক একত্র হয়। সাধারণতঃ সেখানেই সামাজিক সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হয়। মণ্ডপে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া সংকীর্ত্তন করে। সংকীর্ত্তনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে যোগদান করে। মণিপুরিদিগের উৎসব চিত্র অতি মনোরম ও বিমল আনন্দদায়ক। চার্চ্চের ন্যায় মণ্ডপ যুবক যুবতীর পরস্পর মিলনের সুযোগ দেয়।

৮০। রাসযাত্রা, রথযাত্রা, দোল, ঝুলন, সরস্বতী পূজা ও রাখাল নাচ প্রভৃতি ইহাদের জাতীয় উৎসব। 'রাখাল নাচ' ইহাদের মধ্যে একটী নাট্যাভিনয়। একটী বালক কৃষ্ণের, একটী বালিকা রাধিকার এবং একজন লেইছাবী যশোদার অভিনয় করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নন্দ, উপানন্দ, আয়ান, বগাসুর, শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতিরও অভিনয় হয়। সাধারণতঃ বট, কদম্ব কিংবা অপর কোন বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় রাখাল নাচ হইয়া থাকে। রাখাল নাচের দৃশ্য এবং নৃত্য গীতও অতি মনোরম এবং আনন্দদায়ক।

৮১। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ মণিপুরিগণের মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। ভদ্র, অভদ্র, ধনী, নির্ধন সকলেই এই শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি ঈদৃশ অনুরাগ ও ভক্তি প্রশংসনীয়।

৮২। অতি দীর্ঘকাল হইতে মণিপুরিগণের মধ্যে একটি অতি কৌতুকাবহ প্রথা প্রচলিত আছে। অভ্যক্ষ্য ভক্ষণ হেতু কিংবা চরিত্রগত জঘন্য দোষাদির কারণ কোন মণিপুরী সমাজ চ্যুত হইলে, সামাজিক দণ্ডস্বরূপ তাহাকে অনধিক তিন বৎসরকাল কোন কুকি পল্লীতে অবস্থান করিতে হয়। তথায় পবিত্রভাবে এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্টকাল অতিবাহিত করিতে পারিলে তাহাকে সমাজ পুনর্গ্রহণ করে। অপরন্তু কুকি পল্লীতে তাহার আচার ব্যবহারে কিম্বা চরিত্রে কোন দোষ লক্ষিত হইলে সে চিরকালের জন্য সমাজ হইতে বর্জ্জিত থাকে। তাহার পক্ষে আর কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি কুকি দলভুক্ত হয়।

চাকমা জাতি :

৮৩। এ রাজ্যের সোনামুড়া, উদয়পুর এবং বিলোনীয়া বিভাগে চাকমাগণ বাস করিতেছে। ইহারা এ রাজ্যে আধুনিক উপনিবেশকারী পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ইহাদের প্রাচীন বাসস্থান। অন্যূন ৬০ বৎসর হইবে ইহারা প্রথমতঃ বিলোনীয়া অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তথা হইতে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

৮৪। লাউগাং ও ফুজগাংএর হত্যাকাণ্ডের সময় কুকিগণ স্বাধীন রাজ্যের ঝাড়িমুড়া পর্ব্বত অতিক্রম করতঃ চৌপুর অঞ্চলের পার্শ্বদেশ দিয়া বৃটিশ রাজ্যে আপতিত হইয়া তথাকার অসংখ্য লোক নিহত করিয়া ছিল। কুকিগণ তৎকালে স্বাধীন রাজ্যবাসী কোন প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছিল না, এই ঘটনায় স্বাধীন রাজ্যের প্রতি কুকিগণ অনুকূল বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বৃটিশবাসী প্রজাগণের মনে ধারণা জন্মে এবং ঐ ধারণায় বহু সংখ্যক রিয়াং ও চাক্‌মা প্রজা এ রাজ্যে প্রবেশ করে। অধুনা স্বাধীন রাজ্যে চাক্‌মা জাতীয় লোকের সংখ্যা ৪,৫১০ তন্মধ্যে পুরুষ ২, ৪৩২ এবং স্ত্রী ২,০৭৮।

সম্প্রদায় বিভাগ :

৮৫। অবস্থা ও শিক্ষাদিতে চাকমাগণ রিয়াং ও নোয়াতীয়া হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহারা মলীমা, তন্যা, বরুয়া, উয়াংছা, বুমা, কোড়া, কুর্চ্যা, কদুয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায়ের লোক এ রাজ্যে অধিক। সম্মানে কিংবা আচার ব্যবহারাদিতে ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে আহার এবং বিবাহ আদি চলিত আছে। চাকমাগণের মধ্যে দেওয়ান শ্রেষ্ঠ পদবীর লোক। দেওয়ানের নিম্নে খিজা, তালুকদার এবং কারবারী। ঐ সকল

উপাধি চাকমা রাজ্যের প্রদত্ত। এ রাজ্যে আসিয়াও অধিকাংশ স্থলেই তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাধি ধারণ করিতেছে।

ধর্ম্ম বিশ্বাস :

৮৬। চাকমাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন বৌদ্ধাচার লক্ষিত হয় না। ইহারা অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করে এবং নানা জাতীয় পশু পক্ষী বলিদান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল প্রতিপালনাদি বৌদ্ধানুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। এ রাজ্যে শিক্ষিত 'বাওয়ালী' বা ভিক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় না। সময় সময় পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বাওয়ালিগণ আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকে।

পানাসক্তি ও খাদ্যাখাদ্য :

৮৭। চাকমাগণের মধ্যে ধূমপান অতিশয় প্রবল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ধূমপানাসক্ত। ইহারা চুরুটের পাইপের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র হুকা ব্যবহার করে। বংশনির্ম্মিত হুকাও ব্যবহৃত হয়। চাকমাগণ ধূমপানাসক্ত হইলেও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীর তুলনায় ইহাদের মধ্যে মদ্যপান কম, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক প্রায়ই মদ্যপান করে না। কুকিগণের ন্যায় চাকমাগণও সর্ব্বভুক। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির মাংসও তাহাদের বাদ যায় না। ব্যাঙ্গাচি, কাঠের পোকা, বোলতার ঘর প্রভৃতি ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। সরীসৃপ জাতীয় জীবের মাংসও ইহাদের মুখরোচক। শুষ্ক মাছ মাংসও তাহাদের কম আদরের জিনিস নহে।

সামাজিক বন্ধন :

৮৮। চাকমাগণের সমাজবন্ধন বেশ দৃঢ়। সমাজপতিগণের ক্ষমতা সামান্য নহে। বিবাহ ঘটিত যাবতীয় বিবাদাদির বিচার সমাজপতিগণ করিয়া থাকে। চুরি, পীড়া, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের বিচারও ইহাদের কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। কদাচিৎ চাকমাগণ বিচার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

আচার ব্যবহার :

৮৯। অধিকাংশ পার্ব্বত্য জাতীর ন্যায় চাকমাগণও অপরিমিতব্যয়ী ও অপরিণামদর্শী। ইহারা বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করে। বিবাহে

পণ গ্রহণের প্রথা আছে। কন্যার পিতাকে ৬০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত পণ দেওয়া হয়। কন্যার পিতা জামাতৃপক্ষ হইতে মহিষ, শূকর, চাইল ইত্যাদিও পণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত সৎকার :

৯০। চাকমাগণ সমারোহের সহিত মৃত সৎকার করিয়া থাকে। মৃতদেহ প্রায়ই সদ্য দগ্ধ করা হয় না। দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি কুটুম্বগণের প্রতীক্ষায় মৃত দেহটী অনেক সময় ৫।৭ দিন সযত্নে রক্ষিত থাকে। ইহারা বৃহৎ বৃক্ষখণ্ড দ্বারা শবাধার প্রস্তুত করে। শবাধারটী অনেকটা কুন্দা নৌকার মত হয়। শবাধারে মৃত দেহ স্থাপন করিয়া ইহাদের উপরিভাগ সাবধানে ও সযত্নে এক খণ্ড তক্তা দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত হইলে মৃত দেহে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত কোনরূপ গন্ধ হয় না। মৃত সৎকারের পূর্ব্বে চাকমাগণ এক অতি লোমহর্ষ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা প্রথমতঃ মৃত দেহটীর উদর বিদীর্ণ করিয়া মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পায়। তৎপর দাহ কার্য্যের সুবিধার জন্য দেহটীকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করে। শ্মশান বন্ধুগণ এই অত্যদ্ভুত কার্য্যের অভিনয় অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। সঙ্গতিপন্ন চাকমার মৃত্যু হইলে তাহার দেহ একটী রথযোগে দাহ স্থানে নীত হয়। তথায় অনেক স্ত্রী পুরুষ সমবেত হইয়া থাকে। রথটী বস্ত্র ও ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। রথের উপর একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত শবাধারে মৃত দেহ রক্ষিত হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কুটুম্বগণ তাহার সম্মানার্থ শ্মাশানক্ষেত্রে যথাসাধ্য অর্থদান করিয়া থাকে। ঐ সকল অর্থ শবাধারে রক্ষিত হয়। দেহ সৎকার কার্য্য শেষ হইলে উক্ত অর্থ বাওয়ালী, বাদ্যকর এবং রথ ও শবাধার নির্ম্মাতৃগণ মধ্যে বিভক্ত হয়। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ইহার কোন অংশ প্রাপ্ত হয় না। চাকমাগণ কলেরা ও বসন্তরোগ অতিশয় ভয় করে। ঐ সকল রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে মৃতদেহ দগ্ধ করা হয় না। তাহা গভীর নদী স্রোতে ভাসাইয়া দেয় অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করে।

৯১। শবাধার সহ রথ দাহস্থানে নীত হইলে হিন্দু জাতীর রথ যাত্রার অনুরূপ কার্য্য অভিনীত হইয়া থাকে। দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা দুইটী পৃথক পৃথক পল্লীর লোকগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রথটীকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। কখন কখন অবিবাহিত ও বিপত্নীকের দল বিবাহিতগণের সহিত বল পরীক্ষা করে। সমবেত ব্যক্তিগণের চীৎকার ও আনন্দ কোলাহলে শ্মশানের ভীষণতা ক্ষণকালের জন্য দূরে পালয়ন করে, এবং স্থানটী একটী মনোরম

ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বৃদ্ধ পুরুষ কি স্ত্রীর মৃত্যু হইলেই রথপূজার অনুষ্ঠান হয়। অকাল মৃত্যুতে এরূপ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

মানসিক পূজা :

৯২। হিন্দুদিগের ন্যায় চাকমাগণ মধ্যে মানসিক পূজা প্রচলিত আছে। অপর কোন পার্ব্বত্য জাতিতে এইরূপ পূজার প্রথা দেখা যায় না। পার্ব্বত্য লোকগণ রোগ শান্তির জন্যই পূজা করিয়া থাকে। রোগ শান্তি হইলে পশ্চাৎ পূজা দেওয়া হইবে এইরূপ মানসিক করে না। চাকমাগণের মানসিক পূজার মধ্যে শিবপূজা প্রধান। এই পূজা বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকগণই মানসিক করিয়া থাকে। নিজের কিংবা স্বামী পুত্রাদির পীড়ার শান্তির জন্য ঐরূপ মানসিক করে, এবং পীড়া শান্তির পর পূজা দেওয়া পর্য্যন্ত কোন কোন আহার্য্য দ্রব্যের (সাধারণতঃ তৈল ও হাঙ্গর মাছ) ব্যবহার পরিত্যাগ করে। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপ কার্য্য ভক্তি ও ত্যাগ স্বীকারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শিক্ষা :

৯৩। চাকমাগণের কথ্য ভাষা বাঙ্গালা। কিন্তু ইহাদের পৃথক বর্ণমালা আছে। লিখাপড়ার কার্য্য ইহারা অধিকাংশ সময়েই চাকমা অক্ষরে সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালা লিখা পড়াও জানে। প্রায় প্রত্যেকে বৃহৎ চাকমা পল্লীতে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ সুর সহকারে পঠিত হয় এবং পাঠকালে অনেক শ্রোতা সমবেত হয়। চাকমাগণের বিদ্যানুরাগ আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ইহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য লোক আছে। ত্রিপুরা, কুকি, হালাম প্রভৃতি অন্যান্য জাতীদেরও কথ্য ভাষা আছে, কিন্তু তাহাদের কোন বর্ণমালা নাই। বাঙ্গালা অক্ষরেই তাহাদের লিখা পড়া হইয়া থাকে।

সাংসারিক অবস্থা :

৯৪। চাকমাগণ জুম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ কেহ হলকর্ষণ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। চাকমাগণের জুমে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা লং, কুন্দা, পালা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করে। দুঃখের বিষয় ইহাদের সঞ্চয়শীলতা নাই। তদ্দরুণ ইহাদের অবস্থা আশানুরূপ উন্নত হইতেছে না চাকমা পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ অধিকতর পরিশ্রমী। পুরুষগণ অধিকাংশ কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের উপর

অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। স্বামীকে যথাসাধ্য সুখে ও আরামে রাখাই চাকমা সতীর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। তদ্ধেতু চাকমাগণের পারিবারিক সুখ স্পৃহনীয় পদার্থ। ইহাদের দাম্পত্য-প্রণয় গভীর ও মধুর। চাকমা স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে এবং একই পাত্রে আহার করে। বন গমন, কাষ্ঠ আহরণ, শস্য বপন ও সংগ্রহাদি কার্য্যও তাহারা অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীর ন্যায় একত্রে করিয়া থাকে।

বিবাহ পদ্ধতি :

৯৫। চাক্‌মাগণের বিবাহ পদ্ধতি উন্নত। বর কন্যার অভিভাবকগণ সাধারণতঃ সম্বন্ধ স্থির করে। ইহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই। বর কন্যা পূর্ণ বয়স্ক না হইলে বিবাহ হয় না। অধিকাংশ স্থলে বর ও কন্যার বয়সের পার্থক্য ২/৩ বৎসরের অধিক থাকে না। সাধারণত পুরুষের ১৮ হইতে ২২ বৎসর এবং স্ত্রীলোকগণের ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকাল মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। যুবক জুমকাটা প্রভৃতি কার্য্যে সম্পূর্ণ সক্ষম না হইলে, এবং যুবতীর রন্ধন, বস্ত্রবয়নাদি কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে কাহারও বিবাহ হয় না। চাকমা পরিপক্ক গৃহস্থ ও গৃহিণী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে অসমান বিবাহ প্রায় দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ অনূঢ়া যুবতী কদাপিও প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধের পাণিগ্রহণ করে না। হিন্দু সমাজের বিপত্নীক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের বালিকা অথবা কিশোরী কন্যার পাণিগ্রহণ চাকমাগণের চক্ষে নিতান্তই অদ্ভূত ও অপকার্য্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

শারীরিক স্বাস্থ্য :

৯৬। চাকমাগণ বলিষ্ঠ ও সুস্থকায়। সতত কায়িক পরিশ্রম করে বলিয়া আমাদের দেশীয় অনেক পীড়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। উদরাময়, বাতের পীড়া, জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু চাকমা ও পার্ব্বত্য অপরাপর জাতির মধ্যে মহারোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণের মতে পচা মাছ মাংস মহারোগের উৎপাদক। পার্ব্বত্য জাতিগণ উক্ত দ্বিবিধ বস্তুই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে এবং সম্ভবতঃ তদ্দরুণই এই ভীষণ ব্যাধি তাহাদের মধ্যে প্রবল। চাকমাগণ মহারোগীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির জন্য ইহারা পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং পরিবারের লোকেরা তাহার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করে। হতভাগ্যগণ গৃহ পালিত পশু পক্ষীর ন্যায় দৈনিক আহার প্রাপ্ত হয় মাত্র।

পোষাক পরিচ্ছদ :

৯৭। চাকমা পুরুষগণ বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অদ্যাপি বিলাতী কাপড়ের প্রচলন হয় নাই। চাকমা স্ত্রীগণ চতুর্ব্বস্ত্রা। ইহাদের পরিধানে পাছরা, অঙ্গে জামা, তদুপরে বক্ষ-বন্ধনী এবং মস্তকে উষ্ণীষ আকারে এক খণ্ড বস্ত্র। ইহারা স্ফটিকের মালা গলদেশে হারের ন্যায় ধারণ করে, ইহা দূর হইতে ঠিক মুক্তার ন্যায় দেখায়। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালিদিগের ন্যায় অন্যান্য অলঙ্কারও ধারণ করে। ইহারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালো বাসে এবং ফুলের বিশেষ আদর করিয়া থাকে।

৯৮। রিয়াংগণের ন্যায় চাকমা স্ত্রী পুরুষের নাম অনেকস্থলে অর্থব্যঞ্জক। পার্ব্বত্য জাতীর মধ্যে বয়স্ক পুরুষের নাম ধরিয়া ডাকার নিয়ম নাই। পুত্র কিম্বা কন্যার নামের পিতৃ শব্দ যোগ করিয়া তাহার এক ডাক নাম দেওয়া হয়। যথা—মগ 'চেংফ্র' (চেংএর পিতা)। রিয়াং ভাঙ্গুহাফা (ভাঙ্গুহারা পিতা) এবং চাকমা 'কমলাবতীর বাপ' উক্তরূপ নামকরণের দৃষ্টান্ত স্থল। হিন্দুদিগের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও নিম্ন শ্রেণীর লোকগণ মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান আছে। অর্থব্যঞ্জক চাকমা নামের কতকগুলি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) দীঘল শিরা বা লম্বা শিরা—লম্বা মস্তকবিশিষ্ট।

(খ) চাকা শিরা—গোলাকার মস্তকযুক্ত।

(গ) নাই ডাংরা—নাই=নাভি, ডাংরা=বড়, বৃহৎ নাভিযুক্ত।

(ঘ) বড় পেটা—বৃহৎ উদরবিশিষ্ট।

(ঙ) দেড় কাণা—একটী কাণ ক্ষুদ্র হইলে এইরূপ নামকরণ হয়।

রাঙ্গা চুলী, কালা চুলী, ফালা চৌকা, রাঙ্গা চৌকা, কালা চৌকী, রাঙ্গা চৌকী প্রভৃতি প্রকৃতিরও অসংখ্য নামকরণ হইয়া থাকে।

হালাম :

৯৯। এ রাজ্যের হালাম জাতীয় লোকের সংখ্যা ২,২১৫ তন্মধ্যে পুরুষ ১,০৯০ স্ত্রী ১,১২৫। হালাম এবং কুকিগণ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে যে সকল কুকি ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারাই হালাম নামে অভিহিত। হালামকে মিলাকুকিও কহে। কাহার কাহারও মতে হালাম শব্দ সেলাম শব্দ হইতে জাত। সেলামকারী বা বশ্যতাপন্ন লোক 'হালাম' পদবাচ্য। হালামেতর কুকিগণ অধুনা কুকি বা কাঁচাকুকি নামে অভিহিত।

১০০। হালামগণ বহু সংখ্যক দফা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক দফার নামই

অর্থব্যঞ্জক। কতকগুলি দফার বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল। সাধারণতঃ কোন বিশেষ কার্য্য বা ব্যবসা, সম্প্রদায়ের কোনও প্রধান ব্যক্তি বা বাসস্থানের নামানুসারে দফার বা সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দফার মধ্যে আহার ও বিবাহ আদি সম্বন্ধ চলে, কিন্তু নিজ নিজ দফা মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ করিতেই সমধিক পছন্দ করে।

(ক) মুরছুম—মুরছুম শব্দে সত্যবাদী বুঝায়। হালামগণের মধ্যে এই দফার লোক শ্রেষ্ঠ। ইহারা সর্ব্বদাই সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত।

(খ) কাইপেন—কাই=বশ্যতা, কাইপেন=বশ্যতা স্বীকার করে। এই দফা সর্ব্ব প্রথমে ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

(গ) রাংখল—রাং=রৌপ্য মুদ্রা, রাংখল=রৌপ্য মুদ্রা পরিধানকারী। এই দফার লোকগণ গলদেশে অলঙ্কার স্বরূপ রৌপ্য মুদ্রা ধারণ করে।

(ঘ) কলয়—কলই=হরিদ্রা, কলয়গণ ত্রিপুরেশ্বরের গাতির (ভোজনাগারে) হরিদ্রার বোঝা বহন করিত।

(ঙ) বংছের—বং=কাপড়ের গাঠুরী। বংছেরগণ ত্রিপুরেশ্বরের কাপড়ের বোঝা বহন করিত।

(চ) বং-বং=ঘাতক। ইহারা যুদ্ধের সময় সর্ব্বাগ্রে গমন করিত এবং সর্ব্ব প্রথমে শত্রুগণের উপর আপতিত হইত।

(ছ) কর্ব্বং—কবং=বালিশ, কার্ব্বং কবং শব্দ হইতেই জাত। এই দফার লোকগণ ত্রিপুরেশ্বরের শয্যাবহন করিত।

(জ) রূপনী—রূপনী=যাতায়াতকারী, ইহারা রাজবাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত বলিয়া 'রূপনী' নামে অভিহিত হইত। রূপনীগণ সংবাদ বাহকের কার্য্য করিত।

(ঝ) ছাইমাল—যাহারা আত্ম শরীর বাঁচাইয়া চলে তাহাদিগকে ছাইমাল বলে। ছাইমালগণ ভীরু স্বভাব ছিল। ইহারা ভয়ে রাজবাড়ীতে প্রায় আসিত না।

(ঞ) হাওয়া—হাওয়া=বাতাস। ঐ দফার লোকগণ রাজ্যের সর্ব্বত্র গতিবিধি করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ইহারা গুপ্তচরের কার্য্য করিত।

(ট) লুছুই—মুছুই=ছোট হরিণ (খাওট্যা)। লুছুই শব্দ মুছুই এর অপভ্রংশ। লুছুইগণ ত্রিপুরেশ্বরের গাতির জন্য মুছুই শিকার করিত। ত্রিপুরেশ্বর শিকারে বাহির হইলে, লুছুইগণ অনুবর্ত্তী হইত।

(ঠ) বেতু—বেদনা নিবারণকারী। যুদ্ধ সময়ে বেতুগণ আহতদিগকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিত।

(ড) লাঙ্গাই, খুলং, চড়াই, মুতিলাংল, ডাব, মসবাং, খামাচেপ এবং ছাকাচেপ—ঐ সকল দফার লোক কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর অঞ্চলে বাস করে। বাসস্থানের নাম ও প্রধান ব্যক্তির নাম অনুসারে এই সকল দফার নাম হইয়াছে।

১০১। রাজ্যাভিষেক সময়ে হালামগণ তাহাদের দফাভেদে ঢাল, তরবারী, বন্দুক, বর্ষা, হাতের বলয়, কর্ণের কুণ্ডল, শাসনদণ্ড ও পোষাক প্রভৃতি নানা জিনিস সরকার হইতে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহারা ঐ সকল বস্তু অতি যত্ন ও ভক্তি সহকারে রক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রত্যহ ঐ সকল বস্তুর পূজা করে ও তাহার নিকটে ধূপ ধোনা জ্বালায়। রাজ পরিবারের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিবাহ উপলক্ষেও হালামগণ বস্ত্রাদি উপহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হালামগণ শিক্ষায় এবং অবস্থায় কুকিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। আচার ব্যবহার আদিতে ইহারা ক্রমশঃই কুকিগণ হইতে পৃথক হইয়া পড়িতেছে এবং ত্রিপুরাগণের অনুকরণ করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য লাভ করিতেছে। রূপনী ও কলয় প্রভৃতি দফার লোক আপনাদিগকে ত্রিপুরা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কলয়গণ জমাতিয়াদিগের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। ইহারা হরি সংকীর্ত্তনে অনুরক্ত এবং সময় সময় হিন্দু তীর্থাদিও পর্য্যটন করিয়া থাকে।

১০২। রিয়াংগণের ন্যায় হালামদিগের মধ্যেও রায়, কাচক, গালিম, প্রভৃতি পদবীর লোক আছে, ইহারা হালামগণের নেতা ও সমাজপতি। হালামগণ পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু। পার্ব্বত্য জাতিগণের মধ্যে হালাম স্ত্রীলোকগণ সুন্দরী বলিয়া খ্যাত। বস্ত্র বয়নে ইহাদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ইহাদের নির্ম্মিত নানা রঙ্গের 'পাছরা' উৎকৃষ্ট জিনিস। হালামগণ বাঁশ বেতের কার্য্যে অতিশয় দক্ষ। ইহারা অতি সুন্দর সুন্দর ডালা, টুকরি, ঝাপি, মুড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করে। রাজধানীতে রাজ্যাভিষেক, বিবাহ ও অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ উৎসব উপলক্ষে স্থান বিশেষে বা ভাণ্ডার গৃহের চতুর্দ্দিকে যে বাঁশের কিল্লা বা প্রাচীর প্রস্তুত হয় তাহা সাধারণতঃ হালামগণই করিয়া থাকে।

অছম ভোজন :

১০৩। হালামগণের কথিত ভাষা কুকি ভাষা হইতে মূলতঃ পৃথক নহে। তবে ত্রিপুরাগণের সান্নিধ্যে বাসহেতু হালামদিগের ভাষার কতক উচ্চারণগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। হালামগণ প্রায়ই ত্রিপুরা ভাষা জানে। ত্রিপুরা ভাষা অধুনা রূপনী ও কলয় দফার লোকগণের প্রায় কথ্য ভাষার স্থল অধিকার করিয়াছে।

১০৪। হালামগণ 'অছম ভোজন' ব্যাপারের প্রধান অঙ্গ—'বার হালাম' অছম

ভোজনে উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অছম শব্দে মুল্লুক বুঝায়। মুল্লুক অর্থাৎ রাজ্যের যাবতীয় লোকের ভোজনকে অছম ভোজন কহে। শারদীয় পুজোপলক্ষে বিজয়ার রাত্রিতে রাজধানীতে এই বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। এই ভোজে ত্রিপুরা, হালাম ও কুকি জাতীয় লোকের সমাবেশ হয় এবং ঠাকুরলোকগণও এই ভোজে যোগ দিয়া থাকেন। বাছালগণ (পুরাণ ত্রিপুরা জাতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দফার লোক) অছম ভোজন ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অছম ভোজন একটী অতি উৎকৃষ্ণ প্রথা। এতদ্বারা রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। ইহা একদিকে যেমন প্রজাবৎসলতার পরিচায়ক, অপরদিকে তদ্রূপ রাজভক্তি ও রাজানুরাগ পরিবর্দ্ধক। রাজ্যস্থিত বিভিন্ন জাতির এরূপ সাময়িক সম্মিলন দ্বারা প্রভূত উপকার জন্মিবার কথা। অধুনা অছম ভোজনে পূর্ব্বের ন্যায় লোক সমাগম হয় না। অপরাপর প্রাচীন প্রথার ন্যায় এই প্রথাও ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রথার নবজীবন কামনার বিষয়।

কুকি :

১০৫। কুকি বলিতে আমরা যাহাদিগকে লক্ষ্য করি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ভাষায় কুকি বলিয়া কোন শব্দ নাই। তাহাদের ভাষায় তাহাদের জাতীয় নাম 'রে-এম'। সাধারণত রে-এম ব্যতীত অন্যান্য পাহাড়িয়া লোক এবং স্থলবাসী জাতিগণও তাহাদিগকে কুকি অথবা লুছাই বলে। বর্ত্তমান সময় এক শ্রেণীর কুকি বা রে-এম তাহাদিগকে লুছাই নামে একটী পৃথক সম্প্রদায় বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। লুছাই শব্দ বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। লু=মাথা, ছাই=কাটা, লুছাই=যাহার মাথা কাটে। এ রাজ্যের কুকিগণের সংখ্যা ৭,৫৪৭ তন্মধ্যে পুরুষ ৩,৭৭৭ এবং স্ত্রী ৩, ৭৭০। কুকিগণ পাওতু (পয়টু), বংছের, বেলঠুট, থাংলুয়া, লাইফং বংখই, মিজেল, নামতে ছাল্যা, প্রভৃতি দফায় বিভক্ত। প্রথমোক্ত পাঁচ দফার লোক এই রাজ্যে বাস করিতেছে। কৈলাসহর বিভাগেই প্রধানতঃ এই রাজ্যের কুকিগণের বাস। হালামদিগের ন্যায় ইহাদেরও বিভিন্ন দফার মধ্যে আহার এবং বিবাহাদি আদান-প্রদান প্রচলিত আছে।

১০৬। এ রাজ্যের কুকিগণ ক্রমশঃই শিক্ষা লাভ করিতেছে. কুকি-বালকগণের শিক্ষার্থ কয়েকটী পাঠশালা স্থাপিত আছে। তিনটী কুকি সর্দ্দার 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কুকি রাজগণ সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে পারে।

১০৭। কুকিগণ ঈশ্বর কিম্বা তদ্রূপ একজন প্রধান দেবতা মানে এবং তাঁহাকে 'পার্থিয়েন' কহে। ইহারা অসংখ্য বন্য দেব-দেবীর পূজা করে। একটী পূজাকে

ইহারা 'শিব পূজা' বলে। ঐ পূজা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও ব্যয়সাধ্য। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের শিব পূজার সহিত ঐ পূজার কোন রূপ সাদৃশ্য নাই। গবয় বলি কুকিদিগের শিব পূজার প্রধান অঙ্গ। ঐ পূজায় পাড়ার সমস্ত লোক যোগদান করে। জুম কাটার পূর্ব্বে ঐ পূজার অনুষ্ঠান হয়। পল্লীবাসিগণ ইহা দ্বারা বৎসরের শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকে। প্রথমতঃ বধ্য গবয়ের দেহ চূনের ফোঁটা দ্বারা চিত্রিত করা হয়। প্রত্যেক কুকি এক একটী ফোঁটাকে তাহার লক্ষ্যস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখে। তৎপর বলির সময় আগত হইলে ইহারা কিয়দ্দূর হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া স্ব স্ব লক্ষ্য স্থানে বল্লম নিক্ষেপ করে। যাহারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় তাহারা ভাগ্যবান এবং যাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়, তাহারা দুর্ভাগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। লক্ষ্যভেদ ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, সকলে মিলিয়া গবয়টীকে অতি নির্দ্দয়ভাবে নিহত করিয়া আহার করে। এক শ্রেণীর কুকি কোন নির্দ্দিষ্ট দেব দেবীর পূজা করে না। সেন্সাস কাগজে তাহাদিগকে 'এনিমিষ্ট' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

১০৮। কুকিগণ স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রায় উলঙ্গ থাকে। অর্দ্ধ হস্ত বিস্তৃত একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোকগণ কটিদেশ আবৃত রাখে, এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত থকে। পুরুষগণ কোন কাপড় পরিধান করে না। একটী পাছড়া দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করে। কুকি স্ত্রীগণ বিবিধ রঙ্গের স্ফটিক নির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করে। শূকরের দাঁত, ধনহাঁস (ধনেশ) পক্ষীর ঠোঁটও অলঙ্কার স্বরূপ পরিহিত হয়। পুরুষগণ নানাবিধ পক্ষীর পালক দ্বারা মস্তকের চূড়া প্রস্তুত করে। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কর্ণের নিম্নে প্রকাণ্ড ছিদ্র করে। কর্ণ রন্ধ্রের বিস্তৃতি অনুসারে কুকি সিমন্তিণীগণের সৌন্দর্য্যের তারতম্য হয়। কথিত আছে সময় সময় প্রেমিক যুবকগণ তাহাদের ভাবী পত্নীর কর্ণরন্ধ্রের ভিতর দিয়া দূর হইতে বল্লম পরিচালন করিয়া তাহাদের অব্যর্থ সন্ধানের পরিচয় দিয়া থাকে।

১০৯। কুকিগণ সর্ব্বভুক। ইহারা ভক্ষণ করে না এরূপ পশু পক্ষী অতি বিরল। সরীসৃপ জাতি ইহাদের প্রিয় খাদ্য। কুকুর পিস্টক ইহাদের খাদ্য মধ্যে অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য। কুকুর-পিষ্টক প্রস্তুত প্রণালী কৌতুকাবহ। ইহারা একটী কুকুরকে নিহত করিয়া ইহার উদর মধ্যে তণ্ডুল প্রবেশ করাইয়া দেয়। তৎপর কুকুরটীকে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিলেই কুকুর-পিষ্ঠক প্রস্তুত হইল। কুকুরের দেহ মধ্যস্থ পক্কান্নই কুকুর-পিষ্টক নামে অভিহিত হয়।

১১০। কুকিগণ অতিশয় মদ্যপায়ী। পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া মদ্য পান করে। জুম শস্য সংগ্রহের পর ন্যূনাধিক দুই মাসকাল ইহারা প্রায় সারাদিন

আমোদ প্রমোদে কর্ত্তন করে। কুকিগণ মদ্য পানকালে বিকট চিৎকার করিতে থাকে এবং অনেকেই মত্ততা প্রাপ্ত হয়।

১১১। কুকিগণ সাহসী, পরিশ্রমী ও দৃঢ় লক্ষ্য। তীর ধনু এবং বল্লম ইহাদের অস্ত্র। বন্দুক ব্যবহারেও ইহারা সিদ্ধহস্ত। ইহারা তীর দ্বারা বিবিধ পশু পক্ষী বধ করে। ইহারা মাছ ও মাংস সাধারণতঃ সিদ্ধ করে না। মাছ কিংবা মাংসখণ্ড কিয়ৎকাল জ্বলন্ত অগ্নির উপর ধরিলেই তাহাদের আহারোপযোগী হয়। কুকিগণের মৃত আত্মীয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি অপূর্ব্ব। মৃত ব্যক্তির সমাধি স্থানে যত প্রকার পশু পক্ষীর কঙ্কাল স্থাপিত করা যায় ততই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। কথিত আছে, পুরাকালে কোন কুকিরাজা বা সরদারের মৃত্যু হইলে, বিদেশীয় লোকগণ ভয়ে দীর্ঘকাল যাবত ঐ পল্লীর নিকট যাইতে সাহসী হইত না।

১১২। কুকিগণের বিবাহ পদ্ধতি রিয়াংগণের অনুরূপ। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষগণের মধ্যে ব্যভিচার বিরল। কুকি সমাজে ব্যভিচারের দণ্ড অতি কঠোর। সময় সময় অপরাধী পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের কর্ণচ্ছেদ, নাসাচ্ছেদ এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বারাঙ্গনা প্রথা বিদ্যমান আছে। পল্লীর বাহিরে বারাঙ্গনাগণের জন্য পৃথক বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। অবিবাহিত অথবা বিপত্নীক যুবক ও প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তি ভিন্ন তথায় অপরের যাওয়ার অধিকার নাই। বালক, বৃদ্ধ কিংবা বিবাহিত ব্যক্তি তথায় গমন করিলে সামাজিক দণ্ডভোগ করিতে হয়। অসভ্য কুকিগণের বারাঙ্গানার স্থান সন্নিবেশ প্রথা সুসভ্য জাতিগণেরও অনুকরণীয় সন্দেহ নাই।

মগ :

এ রাজ্যের মগের সংখ্যা ১,৪৯১। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৭১ এবং স্ত্রী ৭২০। মগগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। আচার ব্যবহার এবং অবস্থাদিতে ইহারা চাকমাগণের অনুরূপ। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে পৃথকরূপে কিছুই বলা হইল না। ইহারা এ রাজ্যের অতি আধুনিক উপনিবেশকারী প্রজা।

TRIBAL RESEARCH AND
CULTURAL INSTITUTE

ISBN 978-93-86707-49-9

Price : Rs. 60/-